প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

কবি জয়দেব, গোবিন্দলীলা বর্ণনা করিয়া "গীত" রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যের নাম "গীতগোবিন্দ"; মুখবন্ধের একটি শ্লোকে ও কাব্যের স্বরূপ বর্ণনায়, "মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী"র কথা উল্লিখিত আছে। "পদাবলী" কথাটা, নবম শতাব্দী এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ের "নববৈষ্ণব" ধর্ম্মের সাহিত্যে, গীত বা গান অর্থেই প্রচলিত। এ কথা লইয়া বিচার করিবার একটা সার্থকতা আছে। বিচার্য্য এই যে, "গীতগোবিন্দ"-এ যে ২৪টি গান আছে, কেবল উহাই কবির রচনা, না—সর্গভঙ্গ এবং গানের অক্ষর-ছন্দে রচিত অতিরিক্ত শ্লোকগুলিও তাঁহার রচনা। মুখবন্ধের তৃতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কাব্যখানি মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর সমষ্টি।

২৪টি গানই পদাবলী; উহা মাত্রা-ছন্দে রচিত সুরতালযুক্ত গান। সেগুলিই কেবল সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্য শ্লোকগুলি অক্ষর-ছন্দে রচিত; সে গুলি পদাবলী বা গান নহে। আরম্ভসূচক অনেক কবিতা, এবং সর্গভঙ্গের শ্লোকগুলি ললিত বা সরস বলিতে পারি না। "আশ্লেষ-সঙ্গ বসহ ভুজঙ্গ" প্রভৃতিতে যথেষ্ট সাপের বিষ আছে; এবং অনেক শ্লোকেই বিবর্তিবিলাসী ছাড়া পাঠক-পাঠিকারও "কর্ণজ্বর" জন্মে।

কাজেই সন্দেহ হয়, যে কি জানি কোন জয়দেবের শিষ্য, গীতগুলিকে অখণ্ড ভাবে একখানি "খণ্ডকাব্য" বা মহাকাব্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছায়, গানগুলির প্রথমে ও শেষে অনেক শ্লোক জুড়িয়া দিয়াছিলেন।

জোর করিয়া বলিবার কোন অধিকার নাই; কিন্তু অনেক শ্লোক যে মূল গানগুলির সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে, সরলভাবে বর্ণিত বিষয়কে বিস্তৃত করিয়া রসভঙ্গ ঘটাইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট। অখণ্ডভাবে মিলাইয়া না লিখিলেও পদাবলী হইত; সুরদাস প্রভৃতির পদাবলী তাহার প্রমাণ। বিষয়-বিভাগ থাকিলেও, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী কেবল গান; তাহাতে গানে গানে জোড়া দিবার জন্য অতিরিক্ত কোন কবিতার যোজনা নাই। জয়দেবের ২৪টি গান, বিষয় অনুসারে ভাগ করিয়া রাখিলে কোথাও অসঙ্গতি দোষ ঘটে না; কিছুই দুর্ব্বোধ্য হয় না। ইহাও বিবেচনার যোগ্য, যে গীতগুলি ভিন্ন অন্য কোন কবিতায় জয়দেবের নামের ভণিতা নাই। মুখবন্ধের ২য় এবং ৩য় শ্লোক, জয়দেব-রচিত আরম্ভ বলিয়া মনে হয়। "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং"-টি যে মুখবন্ধের ১ম শ্লোকরূপে সমগ্র কাব্যের ভূমিকার হিসাবে উপযোগী, তাহা বলিতে পারি না। শ্লোকটি লইয়া নানা পণ্ডিত নানা অর্থ করিয়াছেন; অনেক অর্থে অসঙ্গতি দোষও আছে। যথা স্থানে আমি উহার সোজা অনুবাদ দিয়াছি।

"যদি হরিস্মরণে" ইত্যাদি উপযুক্ততর ভূমিকা। তাহা ছাড়া, মূল গীতগুলিতে যুবক-যুবতীর শরীর ও লীলা বর্ণিত; এবং সে লীলা নানা অবস্থায় নানা সময়ে অভিনীত। একটি অন্ধকার রাত্রেই শেষ নয়। মূলে পাই যুবক-যুবতী-লীলা, কিন্তু "মেঘৈর্মেদুর" শ্লোকটিতে "ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত" এর অনুযায়ী শিশু বা খোকা গোপালকে বয়োজ্যেষ্ঠা রাধার সঙ্গীরূপে পাই।

কবির পরিচয়

কবি জয়দেব যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাহা তাঁহার মুখবন্ধের দ্বিতীয়

শ্লোকেই সুস্পষ্ট। অমুক চক্রবর্ত্তী বলিলে বঙ্গদেশের নামকরণের বিশেষত্বই লক্ষিত হয়। তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব (৭ম গীত, ৮ম পাদ), বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরের ‘কেঁদুলি’ গ্রাম বলিয়া বঙ্গদেশে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বিরোধী মতের প্রবর্ত্তক গ্রিয়ার্সন, নিজের মতের পোষকতায় কোন প্রমাণ দেন নাই। এরূপ স্থলে বঙ্গদেশের ঐতিহ্যটি অস্বীকার করা চলে না। এখনও কেঁদুলিতে জয়দেবের নামে বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে। গ্রন্থ-শেষের পরিচয় শ্লোকটি, এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আত্মগৌরবের শ্লোকটি (“সাধ্বী মাধ্বীক” প্রভৃতি এবং “শ্রীভোজদেব” প্রভৃতি) স্বরচিত নহে। শেষটিতে লিখিত হইয়াছে, যে কবির পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামা দেবী।

কবির পত্নীর হয় ত দুইটী নাম ছিল,—এক পদ্মাবতী; এই নামটি মুখবন্ধের ২য় শ্লোকে এবং অন্যান্য গীতের শেষ রচনায় পাই। দ্বিতীয় নামটি রোহিণী; কেবল ৭ম গীতে এই নামটি ধ্বনিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে কবির দুইটি পত্নী ছিলেন; সে কথার বিচারে কোন লাভ নাই।

কবির নিজের সমকালীন অন্য কবিদের নামের যে শ্লোকটি পাই, তাহা কুরচিত এবং কর্কশ হইলেও, উহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। শ্লোকটিতে চারিজন কবির নাম পাওয়া যায়, যথা:—উমাপতি ধর, শরণ ভট্ট, গোবর্দ্ধন আচার্য্য এবং ধোয়ী কবিরাজ। উহারা রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই প্রবাদটি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে স্থাপিত বলিয়াই বিশ্বাস হয়। কারণ লক্ষ্মণ সেনের সময়ের উৎকীর্ণ লিপিতে কবি উমাপতিধর-রচিত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কবি উমাপতি ধর যে রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, ইহারও কিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে।

উৎকীর্ণ লিপিতে যেমন উমাপতি "সন্ধিবিগ্রহিক" বলিয়া উল্লিখিত, অন্য সাহিত্যেও তাঁহার সম্বন্ধে সেইরূপ উল্লেখ আছে। "মৃন্ময়ী" পত্রিকায় যখন "গীতগোবিন্দ" এর অনুবাদ প্রকাশ করিতেছিলাম, তখন ভক্ত বৈষ্ণব অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় আমার অনুবাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করিয়া উমাপতি এবং শরণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ("মৃন্ময়ী", শ্রাবণ, ১৩১৭)। ঐ প্রবন্ধে অবগত হইলাম যে, "শ্রীমদ্ভাগবত"-এর "বৈষ্ণবতোষিণী" টীকায় উমাপতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—"শ্রীজয়দেবসহচরেণ মহারাজ-লক্ষ্মণ-সেন-মন্ত্রিবরেণ উমাপতিধরেণ" ইত্যাদি। এই টীকার কথা যখন প্রাচীন খোদিত লিপি এবং "গীত-গোবিন্দ" এর মুখবন্ধের চতুর্থ শ্লোকের সহিত মিলিতেছে, তখন উমা-পতি ধরকে কবি জয়দেবের সহচর এবং মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের একজন মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।

কবি জয়দেব উমাপতি ধরের রচনার প্রশংসা করেন নাই; বরং তাঁহার রচনা পদপল্লবে ভূষিত বা শব্দের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ বলিয়াছেন। প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের প্রশস্তিতে এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহা-শয়ের প্রবন্ধে উমাপতি ধরের যে রচনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে জয়দেবের কথাই সমর্থিত হয়। চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধে ইহাও অবগত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী নামক একজন পণ্ডিত একখানি প্রাচীন পদ্যসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; এবং উহাতে উমাপতি ধর, শরণ ভট্ট এবং গোবর্দ্ধন আচার্য্যের অনেক কবিতা যোজিত আছে।

গোবর্দ্ধন আচার্য্যের "আর্য্যা-সপ্তশতী"র ৩৮ শ্লোকে আছে যে, কবির পিতার নাম নীলাম্বর আচার্য্য; এবং ৩৯ শ্লোক পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি "সেনকুলতিলকভূপতি"র সভাসদ ছিলেন। *

* উৎকীর্ণ লিপিতে সেনরাজাদের আদি পুরুষ যে "চন্দ্র"-এর নাম পাওয়া যায়, এখানে তাঁহার নামও উপলব্ধ হইয়াছে।

রাখিয়া সাধারণ বাঙ্গালা ছন্দপাঠের নিয়মে পড়িলেই মূলের ছন্দ ধ্বনিত হইবে।

মূল "গীতগোবিন্দ"এর সুমধুর গীতগুলিই মূলের মাত্রা-ছন্দে অনুবাদ করিয়াছি। কিন্তু ভূমিকার অংশ এবং সর্গভঙ্গের অক্ষর-ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি গান নহে বলিয়া সাধারণ পদ্যেই ঐ গুলির অনুবাদ করিয়াছি।

ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট "রাধামাধবয়োঃ", "রহঃকেলয়ঃ" অতি পবিত্র। কিন্তু একে এ কালের সকল পাঠকপাঠিকা ভক্ত বৈষ্ণব নহেন, তাহার উপর আবার ভাল অর্থ গ্রহণ করিতে গেলেও যে সকল শব্দ এবং ভাব ঘাঁটিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, সে গুলি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতেও যখন ব্রীড়াব্যঞ্জক, তখন এ কালের অনুবাদে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। এইরূপ কচিৎ পরিবর্ত্তন ভিন্ন আমার অনুবাদে সর্ব্বত্রই মূলটি অক্ষুণ্ণ আছে। আমার অনুবাদ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়; এবং পরে ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদিত "মৃন্ময়ী" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ভক্ত জগৎহরি প্রণীত "সারদীপিকা", বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত "বাল-বোধিনী", নারায়ণরচিত "প্রদ্যোতনিকা" এবং মিথিলার কৃষ্ণদত্ত-বিরচিত "গঙ্গা",—এই চারিখানি "গীতগোবিন্দ" এর প্রসিদ্ধ টীকা। "গঙ্গা" নামক টীকায় কৃষ্ণদত্ত "গীতগোবিন্দ"কে শৈবপক্ষে নূতন ব্যাখ্যা করিয়া অযথা বাহাদুরি করিয়াছেন এবং পুঁথি বাড়াইয়াছেন। আশা করি, আমার অনুবাদ পড়িলে কোন টীকার প্রয়োজন হইবে না।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আমার সৌভাগ্য, যে পাঠক সমাজে গীতগোবিন্দের এই অনুবাদ খ্যাতি ও আদর লাভ করিয়াছে। প্রথম সংস্করণের বইগুলি নিঃশেষ হইবার দুই বৎসর পরে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। কবি জয়দেবের মুখবন্ধ কবিতাটি লইয়া কয়েকজন পণ্ডিত ও বৈষ্ণবের সঙ্গে কথা হইয়াছিল। কথায় কথায় অনুবাদ করিলে যে ঐ কবিতাটির অর্থ হয় না, প্রচলিত টীকা গুলিতেও যে উহার যথার্থ অর্থ দেওয়া হয় নাই, তাহা বুঝিয়াছি; তাই এবারে মূল-গ্রন্থে উহার পদ্য-অনুবাদটুকুর পরিবর্ত্তে সহজ গদ্য-অনুবাদ দিলাম। পাঠকেরা দেখিবেন যে কবিতার কথাগুলি মিলাইয়া একটি সুসঙ্গত ভাব বা অর্থ পাওয়া যায় না। কবিতাটি যে সহজ অর্থে বুঝিতে পারা যায় না তাহা বুঝাইতেছি।

"আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, বন-প্রদেশ তমালে অথবা তমালের পাতার ছায়ায় শ্যামল হইয়াছে; রাত্রি উপস্থিত, ইনি (কৃষ্ণ) ভীরু; এইজন্য, হে রাধিকা, তুমি ইহাকে ঘরে রাখিতে যাও। নন্দের এই নিদেশে, রাধা ও মাধব যখন যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের পথের যমুনা কূলের কুঞ্জে, দুইজন বিজনে যে কেলি করিয়াছিলেন, সে বিষয়ের গীতি (অথবা—সেই বিজন কেলি) জয়যুক্ত হউক।" গীত-গোবিন্দের গানগুলিতে যে লীলার কথা আছে, এই মুখবন্ধের ভাবের সহিত যে তাহার মিল নাই, সেকথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কবিতাটির অর্থ বুঝিবার পক্ষে আর একটি বাধা এই,—যে নন্দের গৃহ যখন কৃষ্ণের গৃহ, তখন গৃহং প্রাপয়" বলিয়া নন্দ রাধাকে আদেশ করিতেছেন কেন? গোচর বা গোষ্ঠ হইতে কৃষ্ণকে ঘরে পাঠাইবার অর্থ করিতে হইলেও

বাধা আছে; কোন পৌরাণিক বর্ণনায় রাধাকে তাঁহার ঘর ছাড়িয়া নন্দের গোষ্ঠে থাকিবার কথা নাই; রাধা গোপনে কৃষ্ণের গোচারণ দেখিতে গেলে, নন্দ তাহা জানিতেও পারিতেন না, এরূপ আদেশও করিতে পারিতেন না। ভক্ত ও পণ্ডিত—বৈষ্ণবেরা যে ভাবে সমস্যা পূরণ করিয়া অর্থ করেন, তাহা গ্রহণ করিতে গেলে সমগ্র গীতগোবিন্দের নূতন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হয়। এ অনুবাদে তাহা চলে না।

কবিতাটির যে বক্র-অর্থ কিঞ্চিৎ সহজ বোধ্য, তাহা কুতূহলী পাঠকবর্গকে শুনাইতেছি। "মেঘৈ...দ্রুমৈঃ" চরণটির ভাবার্থ এই—সর্ব্বম্ কৃষ্ণময়ম্ ইতি সমস্তই কৃষ্ণময় হইয়াছে। রাধা যেন বংশীরবে অর্থাৎ অন্তরের প্রেরণায় (নন্দ—একপ্রকারের বংশী, তৃতীয় চরণ) শুনিতেছেন,—"হে ভীরু রাধিকে, এই রাত্রে (নক্তং adverb); কৃষ্ণময় জগতে।

তুমি তোমার চিত্তগৃহে "রয়ং" (কর্ম্মকারকে—ardour) অর্থাৎ বল বাড়াও; ইত্যাদি। এই অর্থ ধরিয়া পদ্যে একটি অনুবাদ দিতেছি:—

"মেঘে মেঘে গেছে ঢেকে আকাশ খানার চারিধার;
তমাল গাছের বনের মাঝে শ্যামল ছায়ার অন্ধকার।
আজকে রাতে, দেখ, সাধের কৃষ্ণে ভরা ধরাতল;
ভয়ের বাধা এড়িয়ে, রাধা প্রাণে বাড়াও প্রীতির বল।"
বাঁশীর গীতের সেই বাণীতে নিদেশ পেয়ে সাধনের,
যায় গো রাধা প্রেমের পথে, সাথে সাথে মাধবের।
বিজন পথের কুঞ্জতলায় কেলি-লীলার অভিনয়।
প্রেম-যমুনার কূলে নিত্য হোক্ সে হরি-প্রীতির জয়।

গ্রন্থানুক্রমণী

গীতগোবিন্দ

মুখবন্ধ

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্-
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ। ১। *

"মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে, ও বন-ভূমি তমালে শ্যামল হইয়াছে (অর্থাৎ তমালের কাল পাতায় অন্ধকার হইয়াছে); রাত্রি হইল,—কৃষ্ণ ভীরু; তাই হে রাধিকা, তুমি ইঁহাকে ঘরে রাখিয়া এস।" নন্দের এই নির্দেশে যাইবার সময়, পথের নিকটে যমুনা-কূলের কুঞ্জে, রাধা ও মাধব বিজনে যে কেলি করিয়াছিলেন, তাহার জয় হউক। ১

* নূতন ভূমিকায় এই শ্লোকের অর্থের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী ।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেতম্-
এতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ । ২ ।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্ ।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ । ৩ ।

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে ।
শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী-কবি-ক্ষ্মাপতিঃ ।৪।

বাণীর লীলায় বিভূষিত চিত্ত যার,
চক্রবর্ত্তী, পদ্মাবতী-চরণ-সেবার,
সেই জয়দেব নামে কবি বিরচিত
বাসুদেব-রতি-কেলি-কথামৃত গীত। ২

হরির স্মরণে যদি উলসিত মতি গো,
শিখিতে 'বিলাস-কলা' কুতূহল যদি গো,—
শুন তবে সবে, কবি জয়দেব-রচিত
মনোহর পদাবলী,—সুমধুর, ললিত। ৩

সাজাতে কবিতা-পদ, পল্লবি' বচনে,
ধরে উমাপতিধর ক্ষমতা;
মানি বটে, দ্রুত আর সুদুরূহ রচনে
নাহি কার-ও শরণের সমতা;
আদিরসে গোবর্দ্ধন আচার্য্য সম কে?
রাজকবি ধোয়ী—শ্রুতিধর সে।
জানে একা জয়দেব, নানা পদ-চমকে
বিরচিতে—মধু যাহে বরষে। ৪

গীতম্ । ১ ।

মালবগৌড়রাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে ।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর । ১ ।
জয় জগদীশ হরে । ধ্রুবম্

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর । ২ ।
জয় জগদীশ হরে ।

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃতশূকররূপ । ৩ ।
জয় জগদীশ হরে ।

মঙ্গলাচরণ

প্রথম গীতি *

(মালব গৌড় রাগ, রূপক তাল)

প্রলয়ে নিমজ্জিত বেদ তুমি তুলিলে
অবতরি সিন্ধুর সলিলে,—
মীনরূপে তরী করি শরীরে। ১
জয় জয় জগদীশ হরি হে।

ক্ষিতি সুবিপুল অতি, বহিয়া বলিষ্ঠ!
কিণ জালে অঙ্কিলে পৃষ্ঠ;
কূর্ম্ম-শরীর যবে ধরিলে। ২
জয় জয় জগদীশ হরি হে।

দশন-শিখরে তব ধরণীটি লগ্ন,—
কলঙ্ক চাঁদে যেন মগ্ন;
শূকরের রূপ প্রভু ধরিলে। ৩
জয় জয় জগদীশ হরি হে।

* মূলের সঙ্গে মিলাইয়া কোন কোন পদে মাত্রা অল্প দুষ্ট হইবে; কিন্তু ছন্দ ও সুর মিলাইলে দেখিতে পাইবেন যে, অনুবাদে মূল সুর রক্ষিত হইয়াছে। মূলের ছন্দ এইরূপ—

প্রলয় পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বাহত্র-চরিত্রমখেদং।
কেশব-ধৃত-মীন-শরীর।
ধুয়া— জয় জগদীশ হরে।

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং
কেশব ধৃতনরহরিরূপ। ৪।
জয় জগদীশ হরে।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ। ৫।
জয় জগদীশ হরে।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ ৬।
জয় জগদীশ হরে।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং
কেশব ধৃতরামশরীর। ৭।
জয় জগদীশ হরে।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ। ৮।
জয় জগদীশ হরে।

শ্রীকর-কমলে নখ সমুদিল তীক্ষ্ণ ;
দলিলে হিরণ্যকশিপু-তনু-ভৃঙ্গ ,
নরহরি-রূপ প্রভু ধরিলে। ৪
জয় জয় জগদীশ হরি হে।

ছলিলে বলিকে, পদ প্রসারি' বিচিত্র ;
পদ-নখ-নীরে হ'ল জগত পবিত্র।
ধরিলে বামনরূপ হরি হে। ৫
জয় জয় জগদীশ হরি হে।

ক্ষত্রিয়-রুধিরেতে স্নাত করি অবনী,
প্রশমিলে পাপ-তাপ অমনি ;
ভৃগুপতি-রূপ যবে ধরিলে। ৬
জয় জয় জগদীশ হরি হে।

দশদিক্‌পালগণে দিলে উপহরিয়া,
দশানন-শির বলি করিয়া,—
শ্রীরাম-রূপেতে অবতরিয়ে। ৭
জয় জয় জগদীশ হরি হে।

জলদাভ বাস তব সুবিশদ অঙ্গে,—
মিলিত যমুনা যেন হলের আতঙ্কে !
হলধর-রূপ প্রভু ধরিলে। ৮
জয় জয় জগদীশ হরি হে।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর । ৯ ।
জয় জগদীশ হরে ।

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃতকল্কিশরীর । ১০
জয় জগদীশ হরে ।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ । ১১ ।
জয় জগদীশ হরে ॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১ ॥

নিন্দিলে যজ্ঞের বিধি বেদ-কথিত,

সদয় হৃদয় যবে পশু-ঘাতে ব্যথিত।

বুদ্ধ-শরীর হরি ধরিলে। ৯

জয় জয় জগদীশ হরি হে।

ম্লেচ্ছ-নিবহ মাঝে অসি হাতে যুঝিলে,

ভীম ধূমকেতু সম উদিলে,

কল্কি-শরীর যবে ধরিলে। ১০

জয় জয় জগদীশ হরি হে।

শুন, সবে সার কথা জয়দেব-রচিত—

সুখদ শুভদ দেব-চরিত।

হে কেশব দশরূপ ধরিলে। ১১

জয় জয় জগদীশ হরি হে।

বেদ-উদ্ধারকারী তুমি ত্রিভুবনধারী,

বিপুল ভূগোল তুমি তুলিলে।

দানব দৈত্য বিনাশিলে, বলিকে ছলিয়াছিলে;

ক্ষত্রিয় কুল-ক্ষয় করিলে।

দশানন জয়কারী; তুমি দেব হলধারী;

করুণা বিস্তারি দিলে সুগতি।

করিয়াছ ম্লেচ্ছ-আর সমরে সংহার, হরি।

লহ দশরূপধারী, প্রণতি। ১*

* এই শ্লোকটি (স্তুতির উপসংহার) অক্ষরছন্দে বলিয়া বাঙ্গালা কবিতার সাধারণ ধরণে অনুবাদ করিলাম।

গীতম্ । ২ ।

গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে ।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমাল । ১ ।
জয় জয়, দেব হরে ॥ ধ্রুবম্

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিমানসচরহংস । ২ ।
জয় জয়, দেব হরে ॥

কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ । ৩ ।
জয় জয়, দেব হরে ॥

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান । ৪ ।
জয় জয়, দেব হরে ॥

অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিধান । ৫ ।
জয় জয়, দেব হরে ॥

দ্বিতীয় গীতি।

(গুর্জ্জরী রাগ, নিঃসার তাল)

শ্রিত কমলার কুচে, নর্মে ;
কুণ্ডল কর্ণে ;
গলে দোলে বনমালা নবীনা। ১
ধুয়া—জয় দেব হরি তব গরিমা।

ওগো তুমি দিনমণি-মণ্ডন,
ভব-বাধা-খণ্ডন,
মুনির মানস-সরে হংস ! ২

হে কালিয়-বিষধর-গঞ্জন,
ওগো জন-রঞ্জন,
করিলে উজল যদুবংশ ! ৩

মধু, মুর, নরকাদি-জেতা হে,
খগপতি-নেতা হে,
সুরকুলে কেলি তব প্রসাদে। ৪

কমল-তুলনা তব চক্ষে ;
গতি তুমি মোক্ষে,
ত্রিভুবনজাত তব শ্রীপাদে। ৫

জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ

সমরসমিতদশকণ্ঠ। ৬।

জয় জয়, দেব হরে ॥

অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর

শ্রীমুখচন্দ্রচকোর। ৭।

জয় জয়, দেব হরে ॥

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়

কুরু কুশলং প্রণতেষু। ৮।

জয় জয়, দেব হরে ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং

মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি। ৯।

জয় জয়, দেব হরে ॥

শ্যামতনু, জানকী-ভূষণ গো ;

নাশিলে দূষণ গো !

সমরে বধিলে দশকণ্ঠে । ৬

নবজলধরসম সুন্দর,

ধর গিরি মন্দর ।

হে চকোর, শ্রীবদন-চন্দ্রে । ৭ *

প্রণতি করি গো তব চরণে,

লহ মম শরণে !

প্রণতে কুশল কর, চাহিয়া । ৮

হবে সবে ভবে অতি সুখিত,

জয়দেব-রচিত

মঙ্গলময় গীতি গাহিয়া । ৯

* শেষ ছত্রে "শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর" পাঠ অধিক প্রচলিত। কিন্তু উহাতে অন্যান্য ছত্রের মত শেষে 'মিল' থাকে না। আমি এখানে মূলে "সারদীপিকা"-ধৃত পাঠই অবলম্বন করিয়াছি। "শ্রীপরিবৃতমুখচন্দ্র" এইরূপ অন্য পাঠও পাওয়া যায় ; কিন্তু ৮ম এবং ৯ম এর শেষ কথারও মিল নাই বলিয়া [এবং উহার পাঠান্তর দৃষ্ট হইল না বলিয়া] কোন পরিবর্তন করিলাম না।

পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ। ১।

প্রথমঃ সর্গঃ

বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈর্-
ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্।
অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী। ১।

গীতম্। ৩।

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে। ১।

পদ্মার পয়োধর বক্ষেতে চাপিয়া—
কুচ-কুঙ্কুম-দাগ বুকে গেছে লাগিয়া।
অনঙ্গ-খেদে স্বেদ-বারি তাহে ঝরিল;
চিত্ত-অনুরাগ তার যেন ফুটে পড়িল।
শ্রীহরির সেই বুক, বিতরিয়ে করুণা,
ভক্তের বাসনা যত পুরাইবে অধুনা। ১
ইতি বন্দনা পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত।

প্রথম সর্গ

বা সামোদ দামোদর।

বাসন্ত কুসুম সম সুকুমারী রাধিকা,
বসন্তে কাননে কৃষ্ণে অনুসরি, অধিকা
হইল কাতরা; প্রেম-জ্বরে তনু দহিল।
সরস বচনে তারে সহচরী কহিল। * ১

তৃতীয় গীতি।

(বসন্তরাগ, যতি তাল)

লবঙ্গলতার অতি সুললিত দোলনে,
মৃদুল সমীর পড়ে লুটিরে;
যথা অলি গুঞ্জন কোকিলের কাকলি,
মুখরিত কুঞ্জের কুটীরে;—১।

---

* এই অধ্যায়ের আরম্ভের সূচনা-শ্লোক, ভূমিকার আরম্ভের সূচনার বিরোধী। এই স্থান হইতে গীতগোবিন্দের আরম্ভ।

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে

নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে। ধ্রুবম্

উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে

অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে। ২।

মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।

যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে। ৩।

মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে

মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে। ৪।

বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে

বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাশে। ৫।

ধ্রুবা *— নাচিছেন হরি তথা সরস বসন্তে
লইয়া যুবতীগণে অতি পুলকিত মনে।
অতীব বিরহী জন সে ঋতু দুরন্তে।

মদনেতে উন্মনা পথিক-বধূরা সবে
কাঁদে গো।
অলিকুল-সঙ্কুল হইল বকুল-ফুল,
রাজে গো। ২

মৃগমদ-সৌরভে, নবদল-মালা শোভে
তমালে।
কিংশুক বিকশিত, আজি যুব-জন-চিত
মজালে। ৩

স্মর রাজা, বকুল যে তাঁর হেমদণ্ড;
অলিযুত পাটলীটি, তূণীর প্রচণ্ড।
দেখি' সবাকার আজি লাজ গেছে টুটিয়া,
তরুণ পাদপ হাসে, নব ফুলে ফুটিয়া। ৪

কুন্তের† মত ওই, দন্তুর কেতকী,
বিরহিণী-চিত—ভেদ করে, সখী! এত কি! ৫

---

* ধ্রুবাগুলি সর্ব্বত্রই মূল গানের ছন্দের অনুরূপ নহে; কিন্তু সুরে মেলে

† কুন্ত—অস্ত্রবিশেষ।

মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ। ৬।

স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচূতে
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে। ৭।

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারং
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্। ৮।

দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগ-
প্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি।
ইহহি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদ্গন্ধবাহঃ। ১।

আশ্লোহসঙ্গবনদ্ভুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশাচলং
প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ।
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহুঃকুহুরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ। ২।

মাধবিকা পরিমলে, নব মালিকার দলে
সুরভি ;
বসন্ত (যুবার ধন), মোহিছে মুনির মন
প্রলোভি'। ৬

লতা-আলিঙ্গনে প্রীত চূত, হয়ে মুকুলিত
শিহরে।
যেন বৃন্দাবনে হরি, যমুনায় অবতরি
বিহরে। ৭

স্মরি হরি-পদ মনে, কবি জয়দেব ভণে
এ গাথা।
সুরম্য কানন ভায় ; বাথিতা অধিকা তায়
শ্রীরাধা। ৮

আধ মুকলিত নব মল্লিকা-পরাগে
কানন-বসনখানি সুবাসিয়া, সরাগে—
কেতকী-সুবাস বহি সমীরণ আজিকে
(মদনের প্রাণ সম) দহিতেছ রাধিকে। ১

*

শ্রীখণ্ড শৈলের বাসে, ভুজগের নিঃশ্বাসে,
অনিল হইয়া বিষ-দিগ্ধ।
হিমালয় পানে ওই দেখগো চলেছে সই,
তুষারে করিতে দেহ স্নিগ্ধ।
রসালের শিরে যে রে মুকুল মুকুট হেরে,
মোহে পিক, কলকুহে চিত্ত। ২।

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ । ৩ ।

অনেকনারীপরিরম্ভসম্ভ্রম-
স্ফুরন্মনোহারিবিলাসলালসম্ ।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ
সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্ । ১ ।

গীতম্ । ৪ ।

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী । ১ ।

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে। ধ্রুবম্।

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগং। ২।

কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজং
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজং। ৩।

কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে। ৪।

কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাবনকূলে
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে। ৫।

করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে। ৬।

পীন পয়োধরভারে, হরি-দেহ মথিয়া,
আলিঙ্গি' প্রেম অনুরাগে গো;
গোপবধূ গাহে গান, তুলি সুললিত তান,
আনন্দে পঞ্চম রাগে গো। ২

বিলাসে বিলোল তাঁর, লোচন-খেলন হেরি
কারো চিত মনসিজে ভরিছে।
প্রীতি-রসে হয়ে মূক মধুসূদনের মুখ
বিমুগ্ধা বধূ কেহ হেরিছে। ৩

ছলভরে, কাণে কাণে, কথা যেন কহিতে
কেবা বা কপোল রাখি কপোলে,
নিতম্ববতী নারী, চুম্বিছে মুখ তাঁরি;
পুলকিত তনু তাঁর, অবলে! ৪

কেলি কলা-কুতুকিনী কামিনী, যমুনা কূলে
হরির বসন ঘন টানিছে;
মঞ্জুল-বঞ্জুল- কুঞ্জে যুবতীকুল
এমনি সরস রসে নাচিছে। ৫

করতলে দিতে তালি, রিনিঝিনি বলয়ের
তালে বাজে বাঁশী-রবে মিশিয়া,
রাস-রসে ভরি প্রাণ, নাচে নারী গায় গান;
প্রশংসেন হরি সবে হাসিয়া। ৬

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাং
পশ্যতি সস্মিতচারুপরামপরামনুগচ্ছতি বামাং । ৭ ।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যং ।
বিপিনবিনোদকলাবলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যং । ৮ ।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥

রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবা
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া ।
সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে
সামোদদামোদরো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ॥১॥

কোন কামিনীর সাথে সাথে চলি শ্রীহরি—
কারো মুখপানে চেয়ে হাসিয়া,
কারো বা আলিঙ্গনে, কারো মুখ চুম্বনে,
কারে বা রমণে দেন তুষিয়া । ৭

বৃন্দাবনে অভিনীত কেশবের কেলি লীলা,
ভণে কবি ; 'জয় হরি' বল গো ।
হরির মঙ্গল গীতি, বিতরিবে ভরি ক্ষিতি
কবি বংশ সহ শুভ করু গো । ৮

ইন্দীবরের মতন শ্যামল
হরির অঙ্গ-পরশে,
প্রীতি উৎসবে গোপ অঙ্গনা
ভরিল চিত্ত হরষে ।
প্রতি শি অঙ্গে যুবতী অঙ্গ,
সঙ্গতি লভি, শ্রীহরি,
যেন রে মূর্ত্ত শৃঙ্গার সম
শোভে বসন্তে বিহরি । ৯

রাস উল্লাস ভরেতে ক্লান্ত
রাধিকা, গোপীর মাঝারে—
(প্রেমেতে অন্ধা) লভিয়া কান্ত,
বাঁধিল বক্ষে তাঁহারে ।
স্তুতি করি তাঁর গানের, মুখের,—
ছল ভরে মুখ হেরিবে—
চুম্বিলা বালা । সকল মোদের
মঙ্গল সেই হরি হে । ১০

ইতি সামোদ দামোদর নামক প্রথম সর্গ ।

২৬

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষাবশেন গতান্যতঃ ॥
কচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃসখীং ॥ ১।

গীতম্। ৫।

গুর্জ্জরীরাগ-যতিতালাভ্যাং গীয়তে।

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনি-
মুখরিতমোহনবংশং
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলি-
কপোলবিলোল বতংসং। ১।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসং। ধ্রুবম্।
চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডক-
মণ্ডলবলয়িতকেশং
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিত-
মেদুরমুদিরসুবেশং। ২।

দ্বিতীয় সর্গ

বা অক্লেশ কেশব

দেখি' রাধা, সাধারণ গোপীজন সঙ্গে
বিহরিতে শ্রীহরিকে বনমাঝে রঙ্গে,
ধিক্কারি আপনাকে, ঈর্ষ্যায় রুষিয়া,
—অলি-গুঞ্জিত লতা-কুঞ্জেতে পশিয়া
গোপনে সখীর কাণে কহে দীন বচনে। ১
(ব্যথা লাগে রাস-লীলা-পরিহাস স্মরণে।)

পঞ্চম গীতি

(গুর্জ্জরী রাগ, যতি তাল)

সিঞ্চি' অধর-সুধা সুমধুর ধ্বনিতে
করে মুখরিত চারু বংশ ;
শিরে চূড়া চঞ্চল,—আঁখি ঠারে দুলিয়ে
কপোলে বিলোল অবতংস। ১

ধুয়া— ব্যথা লাগে রাস-লীলা-পরিহাস স্মরণে।

চন্দ্রক-আঁকা চারু ময়ূরের পিছে
বিজড়িত সুসজ্জ কেশ গো ;
রামধনু যেন ঘন মেঘে অনুরঞ্জিত,
এমনি সে রমণীয় বেশ গো। ২

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখ-

চুম্বনলম্ভিতলোভং

বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লব-

মুল্লসিতস্মিতশোভং ৷ ৩ ৷

বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িত-

বল্লবযুবতিসহস্রং

করচরণোরসি মণিগণভূষণ-

কিরণবিভিন্নতমিস্রং ৷ ৪ ৷

জলদপটলচলদিন্দুবিনিন্দক

চন্দনতিলকললাটং

পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দন-

নির্দ্দয়হৃদয়কপাটং ৷ ৫ ৷

মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডল-

মণ্ডিতগণ্ডমুদারং

পীতবসনমনুগতমুনিমনুজ-

সুরাসুরবরপরিবারং ৷ ৬ ৷

নিতম্ববতী যত গোপিকা-কদম্বে
চুম্বিতে যেন অতি লোভে গো,—
বন্ধুজীবের মত সে অধর পল্লব
উল্লাসে ফুটি কিবা শোভে গো । ৩

বিপুল পুলকে ভুজ-পল্লবে বিজড়িত
বল্লব-যুবতী-সহস্র ;
শ্রীকরে, চরণে, বুকে, মণি-ভূষণের করে
তমিস্র দূরিত অজস্র ॥ ৪

জলদপটলে রেখা ইন্দু-বিনিন্দিত
চন্দন-তিলক সে ললাটে ;
পীনপয়োধর ভর নির্দ্দয়ে মর্দ্দিত
সুবিপুল বক্ষের কবাটে । ৫

মকরের ছাঁচে গড়া মণিময় কুণ্ডলে
গণ্ডে কি শোভা মনোহারী রে !
দেখি' পীতবাস হরি, মুনি-মন বিচলিত,
মজে সুরাসুর নরনারী রে । ৬

বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলি-
কলুষভয়ং শময়ন্তং
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা
মনসা রময়ন্তং । ৭ ।

শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দর
মোহনমধুরিপুরূপং
হরিচরণস্মরণং প্রতি সম্প্রতি
পুণ্যবতামনুরূপং । ৮ ।

গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ ।
যুবতিষু বলত্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিং । ১ ।

গীতম্ । ৩ ।

মালবগৌড়রাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তং । ১ ।
সখি হে কেশিমথনমুদারং
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারং । ধ্রুবম্ ।

পুষ্পিত কদম্বতলে যবে আসিয়া
মোর পানে চাহে রতি-পিয়াসে,
মদন লহরী বহে সে দিঠিতে অমনি ;
কলির কলুষ তাহে বিনাশে। ৭

কবি জয়দেব ভণে,—মনোহর সুন্দর
অতুলন মধু-রিপু রূপ গো!
হরির চরণ স্মরি' লভি প্রীতি সম্প্রতি,
পুণ্য লভিতে অনুরূপ গো। ৮

পর-অনুরাগী হরি, তবু তারে স্মরিতে
ধায় চিত ; নাহি ক্রোধ, চাই প্রেমে বরিতে।
কি করিব ? দোষ তেজি গুণে মজি রহিব।
তৃষ্ণা যে বলবতী, কৃষ্ণকে লভিব। ১

ষষ্ঠ গীতি

(মালব গৌড় রাগ, একতালী তাল)

রহিব গো নিকুঞ্জ-বন-ভবনে
নিশার আঁধারে হরি রবে গোপনে।
চকিত নয়নে চারিভিতে চাহিয়া—
হাসিবে হেরিয়া মোরে, প্রেমে মোহিয়া। ১

ধুয়া— সখীরে!
আন আজি কেশিমথনে।
প্রেমে বিগলিত হবে, হেরিবে আমারে যবে—
অভিভূতা আছি মদনে।

প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলং
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলং। ২।

কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানং
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানং। ৩।

অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলিললিতকপোলং
শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতিলোলং। ৪।

কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজতন্ত্রবিচারং
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনভারং। ৫।

চরণরণিতমণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানং
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানং। ৬।

দ্বিতীয় সর্গ

প্রথম সে সমাগমে লাজ ভাঙিতে,
তুষিবেন আসি পটু চাটু বাণীতে।
মৃদুমধু হেসে কথা কব যখনি,
জঘন-দুকূল শিথিলিবে অমনি। ২

কিসলয়-শেযে, বুকে বাঁধি আদরে,
আলিঙ্গি’ চুম্বন দেবে অধরে। ৩

অলসে মুদিব আঁখি,— হরি পুলকে
কলিত কপোল শিহরিবে পলকে।
শ্রম-জলকণে কলেবর তিতিবে;
অমনি মদন-মদে বঁধু মাতিবে। ৪

সুখে বিদলিতা, পিক সম কূজিব;
মনসিজ-তন্ত্রে জিতিবেন বুঝি গো।
চুল হতে ফুল ঝরে যাবে ত্বরিত;
নখ-লেখা দিবে দেখা স্তন ভরিত। ৫

এলোথেলো মেখলা-নূপুর-নাচনা
জাগাইবে প্রীতি-উৎসব-বাজনা।
টুটিবে মেখলা, কেলি-লীলা-কালে গো।
কেশ ধরি মোরে চুমিবেন গালে গো। ৬

রতিসুখসময়রসালসয়া দরমুকুলিতনয়নসরোজং
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজং । ৭ ।

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলং
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলং । ৮ ।

হস্তস্রস্তবিলাসবংশমনৃজুভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারিদৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলং ।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ । ১

দুরালোকঃ স্তোকস্তবকনবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি ।
অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি । ২

অতি সুখ-বশে গলে' যাব অলসে ;
মুকুলিত হবে তাঁর আঁখি হরষে ।
কোমল এ তনু-লতা ঢলে পড়িবে ;
হেরি মধুসূদনের প্রীতি বাড়িবে । ৭

ভণে কবি গাথা বিরহিণী-কথিত ;
শুনি নিধুবন-লীলা হবে সুখিত । ৮

ব্রজসুন্দরীগণ গোবিন্দে বেড়িল,
হাত হ'তে বাঁশীটি খসিয়া পড়িল ।
কটাক্ষ ভরে তাঁরে হেরে যুবতী ;
সিক্ত বদন স্বেদে ; সেই মুরতি !
হেরি মোরে বিস্মিত লজ্জিত গো ।
কৃষ্ণের রূপ স্মরি রতি-জিত গো । ১

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবকে ভূষিত
অশোক দেখে কি সুখ ?
সরসী-স্নিগ্ধ-পবনে উদিত
চিত্তে অধিক দুখ ।
আম্র-কানন ভৃঙ্গ-রণিত,—
তৃপ্ত করে না বুক । ২

সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনং ।
গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়ন্
অন্তর্মুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে
অক্লেশকেশবো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাং
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ । ১ ।

বিজনে আমাতে মদন-বেদন
গোপিকা হাসিয়া ডাকারে—
চুল বাঁধিবার ছলেতে কেমন
ভ্রূলতা চকিতে বাঁকারে,
দেখায় হরিকে আধ পয়োধর
অঞ্চল খানি সরায়ে।
এ হেন মুগ্ধ হরি মনোহর
দিবেন যাতনা তরায়ে। ৩

ইতি অক্লেশকেশব নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

বা মুগ্ধমধুসূদন। *

সংসার-বাসনায় কংসারি বাঁধা হায়,
রাধারূপ-শৃঙ্খলে জগতে!
তেজি' ব্রজ-সুন্দরী রাধাকে হৃদয়ে ধরি
বিহরেন হরি এই মরতে। ১

* "মুগ্ধমধুসূদন" নামক তৃতীয় সর্গের এবং "স্নিগ্ধমধুসূদন" নামক চতুর্থ সর্গের একটি গানও পদ-লালিত্য-গৌরবে কিংবা ভাবের মনোহারিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। পঞ্চম সর্গের প্রথম গান (অর্থাৎ দশম গীত) ঐ অপ্রসিদ্ধ অংশের অন্তর্বর্তী। এ গীতটির ছন্দ মোটেই জমকাল নয় বলিয়া, সাধারণ ভাবেই অনুবাদ করা গেল। ইহার সুর দেওয়া আছে গুর্জ্জরী রাগ, যতি তাল। পঞ্চম গীতটি ঐ সুরে রচিত, অথচ তাহার সহিত ছন্দের মিল নাই।

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥২॥

গীতম্। ২।

গুর্জ্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতিভয়েন ॥ ১।
হরিহরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ ধ্রুবম্।

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ ॥ ২ ॥

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রু কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ ৩ ॥

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি ॥ ৪ ॥

তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি ॥ ৫ ॥

অনঙ্গ-বাণে হত খিন্ন মানস ; কত
অনুতাপ করে হরি খসিয়া।
বিচরি রাধার তরে কালিন্দী-তট-পরে,
নিকুঞ্জে বিলপেন বসিয়া। ২

সপ্তম গীতি

(গুর্জ্জরী রাগ, যতি তাল)

দেখে গেছে রাধা মোর সাথে কত কামিনী।
পদে ছিনু অপরাধী, ফিরাইতে পারিনি। ১

ধুয়া—হরি, হরি! অনাদরে চলে গেল ভামিনী।

কি করিছে, কি বলিছে প্রিয়া মম বিরহে?
কিবা সুখ ধন-জনে? গৃহে চিত কি রহে? ২

কোপেতে বাঁকানো ভুরু! সেই মুখ স্মরি গো!
ভ্রমরী ভ্রমিছে রাঙ্গা পদ্ম-উপরি গো! ৩

চিতমাঝে আছে প্রিয়া; রমি তারে সতত;
তবু কেন বনে বনে কেঁদে ফিরি নিয়ত? ৪

খিন্না অসূয়াভরে, জানি তুমি রাধিকে!
কোথা আছ না জানিয়ে পারি নাক সাধিতে। ৫

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি ।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি ॥ ৬ ॥

ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি ।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥ ৭ ॥

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন ।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ ৮ ॥

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥ ১ ॥

পাণৌ মা কুরু চূতশায়কমমুং মা চাপমারোপয়
ক্রীড়ানির্জ্জিতবিশ্ব মূর্চ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্ ॥
তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জ্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপি সন্ধুক্ষতে ॥ ২ ॥

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ ।
তস্যামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জ্জিতজগন্তি কিমর্পিতানি ॥ ৩ ॥

যেন আছ পুরোভাগে! আসিতেছ যেতেছ!
ঘন আলিঙ্গন তবে কেন নাহি দিতেছ? ৬

ক্ষমা কর, আর নাহি হব অপরাধী হে!
দরশন দেহ, মন্মথ বাজে, রাধিকে। ৭

কেঁদুলিনিবাসী কবি জয়দেব ভণিল,
রোহিণীনাথের মত এ ভবে যে উদিল। ৮

বুকে কমলের নাল,—এত কভু নাগ নয়।
গলে কুবলয়-মালা,—গরলের দাগ নয়।
চন্দন গায় মাখা,—এত নহে ভস্ম!
হর ভ্রমে, ওগো কাম, কেন বাণ বর্ষ? ১

ফেলে দাও চূত-শর, খুঁজিও না ধনুকে!
মার তুমি ধরাজয়ী;
পৌরুষ বল কই?
দলি মম প্রিয়া-দিঠি-বিদলিত তনুকে? ২

ভ্রূ-লতা ধনুক তব; অপাঙ্গ-রঙ্গ
খরশর; গুণ টানা শ্রবণ-উপান্তে।
ত্রিভুবন জয় শেষ করিয়া অনঙ্গ,—
দিয়াছে আয়ুধগুলি তোমাকে কি কান্তে? ৩

ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোঽপি মারোদ্যমং।
মোহন্তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্
সদ্‌বৃত্তঃ স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্ম্ম ক্রীড়তি ॥ ৪ ॥

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা।
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে ॥ ৫ ॥

তির্য্যক্‌কণ্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্-
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।
সংমুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদু-
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দদতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ ॥৬॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে
মুগ্ধমধুসূদনো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

ভ্রু-চাপে নিহিত দিঠি-শর-পাতে
বিঁধিলে মর্ম্ম, সহিব।
কুটিল-কৃষ্ণ-কবরী-আঘাতে
মার যদি, ব্যথা বহিব!
রাগে রক্তিম ও বিম্ব-অধর
অভিভূত করে চিত্ত।
খেলাচ্ছলে কেন বধে পয়োধর?
সে যে অতি সৎ-বৃত্ত! ৪ *

প্রিয়ার পরশ, আর মধু বাক্-চাতুরী,
মুখকমলের বাস, অধরের মাধুরী,
স্নিগ্ধ তরল দিঠি,—আছে প্রাণ মাঝেরে।
তবু কেন এত জ্বালা বিরহেতে বাজেরে? ৫

বাঁশী-গানে মজি গোপী লখিতে না পারিল,—
বঙ্কিম হ'লে গ্রীবা চূড়া যবে নাচিল,
নারিল লখিতে—যবে রাধা-মুখ চুম্বি'
হরির নয়ন ছাপি—উছলিল ঊর্ম্মি।
মধুসূদনের সেই কটাক্ষ-লহরী,
দিবে আজি তোমা সবে মঙ্গল বিতরি। ৬

ইতি মুগ্ধমধুসূদন নামক তৃতীয় সর্গ।

---

* সদ্বৃত্ত অর্থ সুচরিত্র, এবং উহার অন্ত অর্থ সুগোল। পয়োধর সদ্বৃত্ত হইয়াও বধ করে কেন? যাহারা স্বভাবতঃই ভীরু, কিংবা কুটিল, কিংবা উদ্ভ্রান্ত, তাহারা স্বভাব-দোষে যাহা করে করুক। এই হইল কথার pun.

চতুর্থঃ সর্গঃ

যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতং ।

প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১ ॥

গীতম্‌ । ৮ ।

কর্ণাটরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং ।

ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং ॥ ১

সা বিরহে তব দীনা

মাধবমনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥ ধ্রুবম্‌ ॥

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালং ।

স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালং ॥ ২ ॥

চতুর্থ সর্গ

বা স্নিগ্ধমধুসূদন।

যমুনার তীরে বানীর কুঞ্জে
রাধিকার সখী আসি,
প্রেমেতে ভ্রান্ত গোপিনী-কান্ত
মাধবে কহিল, ভাবি'। ১

অষ্টম গীতি

(কর্ণাট রাগ, যতি তাল)

নিন্দিয়া চন্দন ইন্দু-কিরণ, ঘন
খেদ করে রাধা অতি অধীরে ;
ভুজগের নিঃশ্বাসে গরল ভাসিয়া আসে
সুশীতল মলয়ের সমীরে। ১

ধুয়া— তোমারি বিরহে রাধা দীনা হে।
মনসিজ-শর-ভয়ে ধ্যান-বলে সদা রহে—
হে মাধব! তব দেহে লীনা সে।

অবিরল ফুল-শর পড়িছে বুকের পর ;
তুমি আছ বলি ভরি মর্ম্ম,—
সে শর তোমার গায় লাগে পাছে, ভাবনায়
নলিনী-পাতায় রচে বর্ম্ম। ২

কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ং
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ং ॥ ৩ ॥

বহতি চ বলিতবিলোচনজলধরমাননকমলমুদারং ।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারং ॥ ৪ ॥

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতং ।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতং ॥ ৫ ॥

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহং ।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহং ॥ ৬ ॥

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপং ॥
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপং ॥ ৭ ॥

ফুল-শেজ রচনায়, শর-শেজ যেন তায়;

তোমাকে লভিতে পরিরম্ভে—

এ কঠোর ব্রত ধরি' আছে শর-শেজ পরি।

উদ্ধর তারে অবিলম্বে। ৩

বদন-কমল-পরে আঁখি-জল সদা ঝরে,

আজি শুষ্ক বিরহের ভরে গো।

বিরহিণী রাধা কাঁদে,— রাহুর দশনে চাঁদে

সুধা যেন অবিরল ক্ষরে গো। ৪

মৃগমদ-রসে, হরি! তব প্রতিকৃতি করি'

গোপনে যতনে আঁকে, যুবতী!

হাতে দিয়া চূত-শর পদতলে তার পর

মকর আঁকিয়া, করে প্রণতি। ৫

কহিছে সে:—"হে মাধব! নত আজি আমি তব

সুধামাখা সুশীতল শ্রীপদে।

"বিমুখ যে সুধানিধি, তাপে দহে নিরবধি;

তুমিই শরণ মম, বিপদে।" ৬

তোমাকে না পেয়ে কাছে ধ্যানে প্রাণে রাখিয়াছে;

কভু হাসে কভু কাঁদে কাতরে। ৭

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ং।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতিসখীবচনং পঠনীয়ং ॥ ৮ ॥

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালা কলাপায়তে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্ছার্দ্দূলবিক্রীড়িতং ॥ ১ ॥

গীতম্। ৯।

দেশাখ্যরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারং ॥ ১ ॥
রাধিকা বিরহে তব কেশব ॥ ধ্রুবম্ ॥

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং ॥ ২ ॥

রাধার বিরহে, তাঁর প্রিয় সখী-সমাচার
ভণে কবি ; পড় সবে আদরে। ৮

*

। । ।   । ।   । । ।   । । ।

আবাসে বনবাসিনী ; সহচরী-জালে রহে বন্ধনে,
তাপে শ্বাস পড়ে,—জলে তনু-লতা, দাবানলে ইন্ধনে।
আছে সে হরিণী সমা, বিরহিণী সন্তাপিতা সে বনে ;
তাকে নিষ্ঠুর কাম যে বিচরিছে শার্দ্দূলবৎ ক্রীড়নে। ১

নবম গীতি

(দেশাখ রাগ, একতালী তাল)

স্তন-বিনিহিত হার বহিতে না পারে গো ;
এমনি সে কৃশতনু বিরহের ভারে গো। ১

ধ্রুবা—কেশব হে,
ক্ষীণা রাধা তব বিরহে।
সরস মসৃণ বটে চন্দন পঙ্ক,—
বিষসম ত্যজে তায়, এমনি আতঙ্ক। ২

* উপসংহারসূচক এই শ্লোকটি শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। "শার্দ্দূলের ক্রীড়া" কথাটা লইয়া ঐ শ্লোকে বেশ একটুখানি pun আছে। সেই কথার বাহারটুকু দেখাইবার জন্য সংস্কৃত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দেই অনুবাদ করিলাম। একটু অস্বাভাবিক রকমে পড়িতে হইবে। সর্ব্বত্র হ্রস্ব-দীর্ঘ ঠিক না রাখিলে চলিবে না।

শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহং।
মদনদহনমিব বহতি সদাহং ॥ ৩ ॥

দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালং
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালং ॥ ৪ ॥

নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পং।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পং ॥ ৫ ॥

ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলং।
বালশশিনমিব সায়মলোলং ॥ ৬ ॥

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামং ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতং।
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতং ॥ ৮ ॥

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রাম্যতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনু র্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ ॥ ১ ॥

শ্বসিলে পবনে বহে উষ্ণতা মাত্র ;
মদন-আগুন তাহে দহে তার গাত্র। ৩

চারিভিতে ফেরে আঁখি—জলকণাকীর্ণ,
নয়ন-নলিনী যেন নাল হ'তে ছিন্ন। ৪

মনোরম কিসলয় শয্যাটি হেরিয়া,
হুতাশন কল্পনা করি ওঠে ডরিয়া। ৫

সতত কপোলখানি পাণি-তলে লগ্ন ;
সায়াহ্নে শশি-কলা মেঘে যেন মগ্ন। ৬

"হরি হরি" বলি, রতা আছে নাম জপিতে,
বিরহ-মরণ পরে তোমাকেই লভিতে। ৭

জয়দেব-ভণিত এ গীত হরি-চরণে
উপনীত হয়ে সুখ বিধানিবে ভবনে॥ ৮

প্রেম-জ্বরে রাধা হতেছে খিন্না ;
শিহরিছে আর কাঁপিছে।
করি শীৎকার,—অতি সে শীর্ণা,
উঠিছে, পড়িছে, কাঁদিছে।
পড়ে মূর্চ্ছিতা, রহে ধ্যান ধরি ;
কভু বা ভ্রান্ত মতি তার ;
স্বর্গ-বৈদ্য-প্রতিম হে হরি,
কর রসায়নে প্রতিকার। ৯

স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাং।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥২॥

কন্দর্পজ্বরসংজ্বরাতুরতনোরাশ্চর্য্যমস্যাশ্চিরং
চেতশ্চন্দনচন্দ্রমঃ কমলিনীচিন্তাসু সন্তাম্যতি।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ং
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ৩ ॥

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে
নয়ননিমীলনখিন্নয়া যয়া তে।
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাং ॥ ৪ ॥

বৃষ্টিব্যাকুলগোকুলাবনরসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং
বিভ্রদ্বল্লববল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।

স্মরাতুরা প্রিয় সখী, ওগো দেববৈদ্য,
অঙ্গ পরশামৃতে পার তুমি সদ্য
বিমোচিতে জ্বর-বাধা ; তবু কেন কর না ?
বজ্র-কঠোর তব চিতে নাহি করুণা। ২

স্মর-জ্বর-সন্তাপে আজি জরাতুরা সে।
ত্যজে চাঁদ, চন্দন কমলিনী, তরাসে।
তোমাকেই প্রাণমাঝে ধ্যানবলে বাঁধিয়া
উপশম আশে বালা আছে যে গো বাঁচিয়া। ৩

কভু তব বিরহ ক্ষণে সহে নি !
নয়ন-নিমীলন-কাতরা সখী সে।
বল ত, কি করি বাঁচিবে বিষাদে—
মুকুলিত হেরি রসাল, পুষ্পিতাগ্রে। ৪*

বৃষ্টিতে আকুল যবে গোকুলবাসীরা সবে,
উদ্ধারিলে তুমি,
বীরদর্পে বাহু'পরি গিরি গোবর্দ্ধন ধরি।
সেই বাহু চুমি,

* এটি পুষ্পিতাগ্রা ছন্দে রচিত। কথার punএর জন্ত, সেটির অনুবাদেও সংস্কৃত পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ রাখা গেল। হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে।

দর্পে নৈব তদর্পিতাধরতটীসিন্দুরমুদ্রাঙ্কিতো
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে স্নিগ্ধমধুসূদনো নাম-
চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জ্জগাদ রাধাম্ ॥১॥

গীতম্। ১০।

দেশীবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায় ॥ ১ ॥
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ধ্রুবম্ ॥

দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি ॥ ২ ॥

করিছে গোপের রামা সিন্দূরে ও ভূষা রাজা।
সে হস্তে সুন্দর—
হে কংসারি নন্দসুত, করগো মঙ্গল পূত
মানব-অন্তর। ৫

ইতি স্নিগ্ধমধুসূদন নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

বা সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ

আরম্ভ:—"আমি আছি অপেখিয়া; যাও তুমি, রাধিকায়
আন গিয়ে মোর কথা কহি সখী, সাধি তায়।"
মধুরিপু-নিয়োজিতা দূতী তাই রাধা-পাশে
কহে গিয়া শ্রীহরির অনুনয় মধু-ভাষে। ১

দশম গীতি

(দেশীবরাড়ী রাগ, রূপক তাল)

মলয়-সমীর বহে মদনের সঙ্গে;
ফোটে ফুল, বিরহীকে দহিতে অনঙ্গে। ১
ধুয়া—তোমার বিরহে হরি আছে ক্ষীণ অঙ্গে।

শিশির-শীতল করে দহে তাঁরে চন্দ্র;
করেন বিলাপ, লভি' ফুল-শর-দণ্ড। ২

ধ্বনিত মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশিনিশিরুজমুপযাতি॥ ৩॥

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম॥ ৪॥

ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন॥ ৫॥

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি॥ ১॥

গীতম্। ১১।

গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশং॥ ১॥

শুনিলে মধুপকুল কাণ ঢাকে দু হাতে ;
বিরহ-পীড়িত চিতে রাতি কাটে ব্যথাতে। ৩

বিপিন-বিতানে বাস, তেজি ধাম ললিত ;
ধরাতলে লুটি তব নাম করে হরি ত। ৪

বিরহ-বিলাস কবি জয়দেব-ভণিত,
শুনিলে হেরিবে, হরি, পূত চিতে উদিত। ৫

পেয়েছিলে দোঁহে যথা প্রীতি-সুখ চিত্তে,—
সে নিকুঞ্জ মাঝে আজি—মন্মথ-তীর্থে,

জপি তব নাম হরি, যাচে তব সঙ্গ ;
যাচে,—কুচ-যুগ-তলে সুখ-পরিরম্ভ। ১

একাদশ গীতি

(গুর্জ্জরী রাগ ; একতালী তাল)

[এই গীতটি অতি প্রসিদ্ধ ; সুর ও রচনা উভয়ই মনোহর]

অতি সুখসার সেই অভিসারে গোপনে,
মদন-মোহন-বেশে হরি গো !
করো না নিতম্বিনী, বিলম্ব গমনে ;
হৃদয়েশে চল অনুসরি গো। ১

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥ ধ্রুবম্ ॥

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহু মনুতে তনুতে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুং ॥ ২ ॥

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং ॥ ৩ ॥

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলনং ॥ ৪ ॥

উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘনইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে ॥ ৫ ॥

ধুয়া—ধীর সমীরণ-ধৃত যমুনার তীরে সই,
বন-মাঝে বনমালী, মরি গো।

সঙ্গীতে তব নামে করি কত সঙ্কেত
গাহিছেন হরি মৃদু, বেণুতে ;
তব তনু-পূত বায়ু ধূলি দেয় অঙ্গে ত,—
তিরপিত তবু সেই রেণুতে। ২

মর্ম্মরে পাতা, কিবা পাখী উড়ে গহনে ;
তুমি এলে ভেবে চায় চকিতে।
পাতি শেষ সযতনে সচকিত নয়নে,
চাহে তব পথ-পানে ত্বরিতে। ৩

মুখর অধীর তব মঞ্জীর জাগে ;
ত্যজ তাকে ; কেলি-পথে সে অরি।
চল সখী নিকুঞ্জে, এ তিমির-পুঞ্জে
সুনীল নিচোলে তনু আবরি'। ৪

মুরারির হারপরা বুকখানি উজলি'
প্রীতিভরে যবে তুমি রাজিবে,—
বলাকা-ভূষিত মেঘে শোভা পাবে বিজলি ;
পীত তনু হরি দেহে সাজিবে। ৫

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানং।
কিসলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানং॥ ৬॥

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামং।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামং॥ ৭॥

শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ং।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতি সদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ং॥ ৮॥

বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলা মুহুরীক্ষতে
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে॥ ১॥

এলায়ে বসনখানি, খুলে ফেলে রসনা,
বিকশি সুষমা তুমি বসিবে
কিসলয়-শেষ-পরে, —পঙ্কজ নয়না !
নিধি হেরি হরি অতি রসিবে। ৬

হরি অতি অভিমানী, জান বিধু-বদনা,
কখন্ কামনা তাঁর পূরাবে ?
রাখ কথা ; পর সাজ সত্বর চল না !
এ রজনী এখনি যে ফুরাবে। ৭

হরিচরণের দাস জয়দেব-রচিত
রমণীর গীতে কত নবতা !
প্রমুদিত চিতে হরি- পদে হও নমিত ;
জানি তিনি দয়াময় দেবতা ॥ ৮

ওগো বিনোদিনী, মদন-বেদনে
ক্লান্ত চিত্তে হরি যে
নিঃশ্বসি ঘন কুঞ্জ-ভবনে
প্রবেশি শয্যা করিছে।
বিলপিয়া পুনঃ আকুল নয়নে
চারিভিতে চাহি লখিছে। ১

ত্বরাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাং।
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ॥ ২॥

আশ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনুস্বান্তজ
প্রোদ্বোধাদনু সম্ভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ।
অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো-
র্দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ॥৩॥

সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীং
কথমপি রহঃপ্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাং॥ ৪॥

রাধামুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনীভারাবতারান্তকঃ।

তব অভিমান সহ রবি গেল অস্তে
হরি মনোরথ সম, নিবিড় হইল তমঃ,
কোকবধূ সম, আমি ডাকিতেছি ত্রস্তে।
বিলম্ব কেন আর, করিবারে অভিসার ?
ওগো সখী, সাজি দ্রুত চল বন-প্রস্থে। ২

এমনি গো একদিন আঁধারেতে দুজনে
মিলেছিলে খুঁজে খুঁজে বনমাঝে বিজনে।
চুম্বন-নখাঘাত-জাত রস-আলসে
পেয়েছিলে কত প্রীতি, ভাব রাধা মানসে। ৩

সভয় চকিত দিঠি ফেলি বনে, তিমিরে
প্রতিপদে তরুতলে বিরমিয়া, তুমি রে,
অনঙ্গ-তরঙ্গ তুলি যাবে যদি চলিয়া,
কৃতার্থ চিতে হরি যাবে সুখে গলিয়া। ৪

মুগ্ধা রাধার মুখ-কমলের মধুকর !
ত্রিলোক-মুকুট-পরে নীলমণি মনোহর !
ধরা-ভার অন্তক, হে দেবকী-নন্দন !

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরং
কংসধ্বসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যেঽভিসারিকাবর্ণনে সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষো
নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা ।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১ ॥

গীতম্ । ১২ ।

গোণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে ।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং ।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তং ॥ ১ ॥

নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ধ্রুবম্ ॥
ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী ।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ ২ ॥

ব্রজ-সুন্দরীগণ-আনন্দ-বর্দ্ধন !

কংস-বিনাশে ধূমকেতু সম হরি হে !

রক্ষ জগত-জনে সদা কৃপা করিয়ে। ৫

ইতি অভিসারিকাবর্ণনে সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ নামে

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

বা ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ

গমনে অশক্তা চির অনুরক্তা

রাধাকে হেরিয়া লতা-ভবনে,

কহে তাঁর চরিত মনসিজ-দলিত

গোবিন্দে, রাধাসখী, গহনে। ১

দ্বাদশ গীতি।

(গোণ্ডকিরী রাগ ; রূপক তাল)

হেরে রাধা দিশি দিশি তোমাকেই বিজনে ;

ভাবে,—আছে মুখ-মধু পানে রত দুজনে। ১

ধুয়া—ওহে নাথ, অবসাদে আছে রাধা ভবনে।

তব অভিসার-আশে বল লভি' উঠিয়া,

চলিতে চলিতে পথে পড়ে পুনঃ লুটিয়া। ২

৫

বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া ।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥ ৩ ॥

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা ।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ ৪ ॥

ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারং ।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারং ॥ ৫ ॥

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পং ।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পং ॥ ৬ ॥

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা ।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতং ।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতং ॥ ৮ ॥

বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-
র্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী ।
তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥ ১ ॥

পরিয়া বিশদ বিস-কিসলয় বালা গো,
তোমারি মিলন আশে বেঁচে আছে বালা তো। ৩

পরিধানে কভু রাধা তব বেশ পরিয়া,
কহে :—"আমি মধুরিপু," ছলে ভুল করিয়া। ৪

সযতনে সখীজনে সুধাইছে বারবার,
"কেন হরি ত্বরা করি নাহি করে অভিসার"। ৫

কালরূপ হেরি বালা,—তুমি এলে বলিয়া,
তিমির চাপিয়া বুকে চুমে প্রেমে গলিয়া। ৬

বিলম্ব হেরি হল বিগলিত লজ্জা ;
করিছে বিলাপ, সাজি সে বাসক-সজ্জা। ৭

দূতী-কথা, জয়দেব-কবিতায় উদিত
শুনি তাহা রসিকের চিত সুখ-মুদিত। ৮

পুলকে রোমাঞ্চিতা, শীৎকারে শীর্ণা,
মোহবশে মূর্চ্ছিতা, বিরহেতে খিন্না,
তব চিন্তন-রস-জলধিতে মগ্না,—
এমনি ত আছে রাধা তোমাতেই লগ্না। ১

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি ।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥ ২ ॥

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহে
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দনন্দাস্পদং ।
রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি প্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বাসকসজ্জাবর্ণনে ধৃষ্টবৈকুণ্ঠো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

বারে বারে আভরণ পরিছেন অঙ্গে।
নড়িলে গাছের পাতা পবনের রঙ্গে,
তুমি এলে ভেবে মনে, যত্নে শেষ অঙ্গে;
তোমাতে নিহিত চিত, তব ধ্যান মগনে।
মনের মাঝারে তুমি, তবু দেখা মেলে না;
বিরহের রাতি তার কোন মতে কাটে না। ২

"কে তুমি ভাণ্ডীর বনে, ওগো পথ-শ্রান্ত?
কৃষ্ণভোগী * থাকে হেথা, জান না কি পান্থ?
যাও যথা উৎসব নন্দের ভবনে।"
কৌশলে কহিলা রাধা। পথিকের বচনে
শুনি তাহা গিয়ে হরি নন্দের সদনে
প্রশংসে পান্থকে, সানন্দ বদনে।
হরির সে বাণী হোক জয়যুক্ত ভুবনে। ৩

ইতি বাসকসজ্জা বর্ণনে খৃষ্টবৈকুণ্ঠ নামে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

---

* ভাণ্ডীর বনে কৃষ্ণভোগী অর্থাৎ কাল সাপ বাস করে; এই কথায় উল্লেখ করিয়া রাধা পান্থ দ্বারা কৃষ্ণকে অভিসার-সঙ্কেত দিয়াছিলেন।

সপ্তমঃ সর্গঃ

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্ম পাত-
সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ-
র্দিক্‌সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১ ॥
প্রসরতি শশধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২ ॥

গীতম্‌। ১৩।

মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনং ॥ ১ ॥
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥ ধ্রুবম্‌ ॥

সপ্তম সর্গ

বা নাগরনারায়ণ

ভূমিকা :—সমুদিল বৃন্দাবন উজলিয়া ইন্দু,—

দিক্-সুন্দরীর ভালে চন্দন-বিন্দু।

নারীজনে কলঙ্কিনী করিবার পাপে কি,

চাঁদে প্রকাশিত তার কলঙ্ক দাগটি ? ১

শশধর বিম্বিত, বন ভাতে হাসিতে ;

বিলম্ব কেন তবু মাধবের আসিতে ?

বিধুরা হইল রাধা মাধবে না লখিয়ে ;

ফুকারি কাঁদিয়া তাই কহিছে সে সখীরে :—২

ত্রয়োদশ গীতি। *

(মালব রাগ, যতি তাল)

কথিত কাল (ও) অতীত, হা লো !,
কাননে হরি আসিল কৈ ?
বিফল হ'ল মম অমল
এ রূপ বয়ঃ আজি লো সই ! ১

* শ্রীরাধার এই বিলাপগীতিটি অনেকের বিচারে গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ গীতি। ভক্ত বৈষ্ণবের মুখে উহার সুমধুর আবৃত্তি শুনিয়া অনেকবার মোহিত হইয়াছি। এই গীতটির মহারাষ্ট্র প্রদেশের সুর, অতি চমৎকার। সুর ও তালের সহিত মিলাইয়া প্রথমে ধ্রুবাটির মাত্রা দেখিয়া লইতে হইবে ;—

যামি হে (যাইব গো)
কমিহ শরণং ? (কাহার শরণে ?)
সখীজন-বচন-বঞ্চিতা (আমি—সখী-বচন-বঞ্চিতা)

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতং
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতং ॥ ২ ॥

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ ৩ ॥

মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥ ৪ ॥

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং ॥ ৫ ॥

কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৬ ॥

যাহার লাগি এ নিশি জাগি
রহিনু বনে বিভলা,
সে কেন করে মদন-শরে
আমারে এত বিকলা ? ২

দহে কেবল বিরহানল ;
মিলায়ে এল চেতনা !
বরং হোক্ মরণ-ভোগ ;
কেমনে সহি বেদনা ? ৩

মোরে বিধুর করে মধুর
মধু-ঋতুর যামিনী !
হরির সেবা না জানি কেবা
করে সুভগা কামিনী! ৪

এ কি অসহ ! হরি-বিরহ-
তাপে যে দেহ জরিছে !
মণি-খচিত বলয়াদি ত
অধিকতর দহিছে । ৫

হইল খর কুসুম-শর
সম এ মম ফুলের হার ;
দহে অতনু সতত তনু
—কুসুম সম সুকুমার । ৬

অহমিহ নিবসামি নগণিতবনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥ ৭ ॥

হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ ৮ ॥

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিংবা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবঞ্জুললতাকুঞ্জেহপি যন্নাগতঃ ॥ ১ ॥

অথাগতাং মাধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাং
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দ্দনং দৃষ্টবদেতদাহ ॥২॥

না গণি মনে　　বেতসগণে,
　　এ ঘন বনে বিচরি।
আমাকে তবে　　ভুলিয়া রবে
　　কেন এ ভবে শ্রীহরি? ৭

হরি-চরণ　　করি শরণ
　　ভণিল কবি কবিতা;
লভ কোমলা　　কাব্য-কলা,
　　যেন যুবতী বনিতা। ৮

অভিসার-সঙ্কেতে বঞ্জুল কুঞ্জে
　　অনাগত রবে হরি,—জানি নি।
বুঝিবা কোথাও তবে কেলি-কলা ভুঞ্জে,
　　পেয়ে অভিসারে নব কামিনী।
বন্ধুজনের ক্রীড়া-উপরোধে কান্ত
　　আসিতে কি হল সখী, শ্রান্ত?
কিংবা আঁধারে নাথ, আজি পথ ভ্রান্ত?
　　কিবা মম ভাবনায় ক্লান্ত? ১

মাধবে না এনে দূতী যবে ফিরে আসিল,
কহে রাধা—"আছে হরি কারে ভালবাসি লো?"
যেন নিজ চোখে দেখা,—হরি যেন রমিছে;
দূতী-পানে চাহি তাই বিষাদিনী কহিছে। ২

গীতম্ । ১৪ ।

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা
দলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥ ১ ॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥ ধ্রুবম্ ॥

হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা ।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ ২ ॥

বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা ।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥ ৩ ॥

চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা ।
মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥ ৪ ॥

দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা ।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥ ৫ ॥

চতুর্দ্দশ গীতি।

(বসন্ত রাগ, যতি তাল)

(ধুয়া—বিহরিছে মধুরিপু-সহ, আজি সজনী,
আমা হতে সমধিকা গুণবতী রমণী।)
স্মর-সমরের তরে ভূষে তনু বেশে সে।
দলিত কুসুম, তার শিথিলিত কেশে রে। ১

হরি-পরিরম্ভণে উথলিয়া হরষে;
তরলিত হার তার উঁচু কুচ-কলসে। ২

বিচলিত অলকে সে মুখশশী শোভিত;
অধর-পানের রসে আঁখি আধ মুদিত। ৩

ললিত কপোল তার কুণ্ডল-হেলনে;
মুখরিত রসনাটি জঘনের দোলনে। ৪

দেখে নাথ-মুখ কভু লাজে, কভু হাসিয়া;
করিছে কূজন ঘন প্রেম-রসে ভাসিয়া। ৫

[illegible] ।
[illegible] ॥ ৬ ॥

শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা ।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতং ।
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতং ॥ ৮ ॥

বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজ-
দ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাং ।
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ
সুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাং ॥ ১ ॥

গীতম্ । ১৫ ।

গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে ।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে ॥ ১ ॥

[illegible]

[illegible] ।

[illegible] । ৬

শ্রম-জলকণা রাজে শুভগাত্র শরীরে।
প্রীতি-ব্রণ করি হরি-বুকে আছে পড়ি যে। ৭

শ্রীহরি-বিহার কথা জয়দেব ভণিল ;
কলির কলুষ যত বিদূরিত হইল। ৮

বিধু মদনের সখা ; তাই তার করে গো
তাপ যায় ; মোরে হায় আরো দাহে ভরে গো !
বিরহেতে পাণ্ডুর হরি-মুখ স্মরিয়া,
পাণ্ডুর চাঁদ হেরি আমি যাই মরিয়া। ১

পঞ্চদশ গীতি।

(গুর্জ্জরী রাগ, একতালী তাল)

উদিত মদন, হেরি রমণী-বদন ঘেরি'
চুম্বন-পিপাসিত অধরে,
পুলকে তিলক লেখে মৃগমদ-রস মেখে ;
চাঁদে যেন মৃগ আঁকে কত রে। ১

রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ধ্রুবম্ ॥

ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে ।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে ॥ ২ ॥

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে ।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে ॥ ৩ ॥

জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে ।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে ॥ ৪ ॥

রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে ।
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে ॥ ৫ ॥

ধুয়া—যমুনা পুলিনে অই বিজয়ী মুরারি, অই,
গোপবধূগণ সহ বিহরে।

জলদ-রুচির কেশে কুরুবক গোঁজে হেসে ;
মেঘেতে চপলা যেন শোভিল।
"কেশ-বনে রতি-পতি মৃগ সম করে গতি ;"
তরুণ আননে হরি কহিল। ২

কুচ-পরিসর বেপি' মৃগমদ-রস লেপি
দিল হরি ; মেঘ যেন আকাশে।
তারা সম মণি-হার শোভিল উপরে তার ;
নখ-রেখা শশীসম বিকাশে। ৩

জিনিয়া মৃণাল, তার ভুজ-যুগ সুকুমার ;
করতল—সরোজিনী ফুল্ল।
মরকত-বালা তায় পরাইল হরি হায়,
কমলে সে যেন অলি-তুল্য। ৪

মদনের তরে যেন কনক-আসন, হেন
জঘনে সাজিল মণি-রসনা !
যেন তোরণের কোলে সুন্দর মালা দোলে !
হেরি হরি-চিতে জাগে বাসনা। ৫

চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥ ৬ ॥

রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে ॥ ৭ ॥

ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥ ৮ ॥

নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণং।
পশ্যাদ্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ ১ ॥

কমলা-নিলয় জানি কামিনীর পা দুখানি,
(নখ তাহে যেন মণি-মূরতি)
বক্ষে সে পদ ধরি আলতা মাখান হরি।
তিরপিতা যত গোপ-যুবতী। ৬

না জানি সে শঠবর হলধর-সহোদর,
তুষিছে এমনি কত কামিনী।
আমি কেন স্মরি হরি বিফলে বিরসে মরি ?
কেন যাপি বনমাঝে যামিনী ? ৭

মধু-রিপু-পদ-দাস কবিকৃত রসাভাস,
ধ্বনিত এ হরি-লীলা-গীতিতে।
কলির কলুষ তায় অতি দূরে চলে যায় ;
রবে কবি মঙ্গলে প্রীতিতে। ৮

না এল নিলয় শঠ, তাহে সখী ব্যথা কি ?
রমে আন-প্রিয়া সহ, তাহে আর কথা কি ?
এই দেখ, চিত মম তাঁরি গুণে মজিয়া
তাঁরি দেহে মিলিবারে যায় তনু তেজিয়া। ১

গীতম্ । ১৬ ।

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥ ১ ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ধ্রুবম্ ॥

বিকসিতসরসিজললিতমুখেন ।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন ॥ ২ ॥

অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন ।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥ ৩ ॥

স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন
দহতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥ ৪ ॥

সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥ ৫ ॥

কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন ।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৬ ॥

সকলভুবনজনবরতরুণেন ।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ৭ ॥

ষোড়শ গীতি

(দেশবরাড়ী রাগ, রূপক তাল)

(ধুয়া— রমে যারে বনমালা, সখী ! অতি যতনে,)
অনিল বিকম্পিত উৎপল-নয়নে
কিসলয়-শেষে ; তাপ কোথা তার শয়নে ? ১

বিকশিত সরসিজ সম মুখ ললিত ;
তাঁরে পেলে মনসিজ-শরে কেবা দলিত ? ২

অমৃত তাঁহার অতি মৃদু মধু বচনে ;
দাহ কি আনিতে পারে মলয়জ পবনে ? ৩

স্থল-জলরুহ রুচি তাঁর কর-চরণে
রহিলে দহিতে নারে হিমকর-কিরণে । ৪

সজল জলদ-রুচি হরিকে যে লভিবে ;
বিরহ কি কভু তার চিত আর দহিবে ? ৫

কনক-নিকষ-রুচি শুচি বাস পরণে,
হেরি পরিজন-হাসি কেবা আনে গণনে ? ৬

সে তরুণতম জনে পায় যদি কামিনী,
বিরহের জ্বর তার রহে বলি জানিনি । ৭

শ্রীজয়দেবভণিত বচনেন ।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৮ ॥

মনোভবানন্দনচন্দনানিল
প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাং ।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ১ ॥

রিপুরিব সখীসম্বাসোহয়ং শিখীব হিমানিলো
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি মনোগতে ।
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্ব্বলতে বলাৎ
কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ ॥ ২ ॥

বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে ।
কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৩ ॥

কবির এ বাণী শুনি এস তুমি হরি হে।
হও গো উদিত মম প্রাণ-মন ভরিয়ে। ৮

চন্দন-সুরভিত, মনোভবানন্দ
দক্ষিণ বায়ু! কেন রাধা সহ দ্বন্দ্ব ?
ওগো জগতের প্রাণ, অনুনয়ে কহি গো,
মাধবে দেখাও আগে, পরে মোরে বধিও। ১

যাহাকে করিলে মনে সহবাস সশীসনে
হয় রিপু-সহবাস প্রায় রে ;
অনিল অনল হয়, সুধাকর বিষময়,
সে নিদয় পানে চিত ধায় রে।
স্ববশে কামিনীগণ রাখিতে না পারে মন ;
প্রতিকূল নিজ প্রাণ হায় রে। ২

করগো পীড়ন ওগো সমীরণ,
পড় ফুল-শর বুকে গো।
যাহা হয় হবে, রাধা হেথা রবে ;
গৃহে না ফিরিবে সুখে গো।
ওগো তাপহরা যম-সহোদরা
যমুনে ! জুড়াও জ্বালা এ।
তব নীরধারে ডুবি একেবারে
বাঁচিবে গোপের বালা রে ! ৩

[illegible]

[illegible]চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে।

ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে

স্মেরস্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলব্ধাবর্ণনে নাগরনারায়ণো

নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টমঃ সর্গঃ

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়

স্মরশরজর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।

অনুনয়বিনয়ং বদন্তমগ্রে

প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ং ॥ ১ ॥

গীতম্ । ১৭ ।

ভৈরবী রাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষং।

বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশং ॥

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং ॥ ১ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হেরি সখীগণ উঠে কল-কলে হাসিয়া ;

হাসিলেন হরি তাহে সবে ভালবাসিয়া ।

শ্রীহরির সেই স্মিত মুখখানি ভূতলে

রাখুক ভকত মনে আনন্দে ও কুশলে । ৫

ইতি বিপ্রলব্ধা-বর্ণনে নাগরনারায়ণনামে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ।

অষ্টম সর্গ

বা বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি

কোন মতে যাপিয়া সে যামিনী

স্মর-জ্বর-পরাভূতা কামিনী

হেরিল প্রভাতে তথা, বঁধু কহে চাটু কথা ;

উপেখিয়া সে মিনতি-প্রণতি,

অসূয়ায় কহে বাণী শ্রীমতী । ১

সপ্তদশ গীতি

(ভৈরবী রাগ, যতি তাল)

রজনী-জনিত গুরু জাগরণে কষায়িত

অলস নয়ন তব হেরি হে ।

প্রিয়া-প্রেম-রসাবেশে আঁখি তব প্রসারিত ;

কেন এলে এ ভবনে হরি হে ? ১

তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদং ॥ ধ্রুবং ॥

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপং।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপং ॥ ২ ॥

বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখং।
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখং ॥ ৩ ॥

চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদন্তব হৃদয়মুদারং।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারং ॥ ৪ ॥

দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদং
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদং ॥ ৫ ॥

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনং
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনং ॥ ৬ ॥

ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রং।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দ্দয়বালচরিত্রং ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপং।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপং ॥ ৮ ॥

ধুয়া— ফিরে যাও হে মাধব ! কিবা ফল কৈতব বচনে ;
যারে পেয়ে প্রীত অতি, যাও তুমি সে যুবতী সদনে।

চুমিয়া কাজল, রাঙ্গা অধরেতে নীলিমা ;
কৃষ্ণ-তনুর এই অনুরূপ কালিমা। ২

দেহে তব স্মর-রণ-জাত নখ-রেখা হে !
সোণা দিয়ে মরকতে "রতিজয়-লেখা" এ। ৩

পায়ের আলতা-দাগ, বুকে তব বল্লভ !
মদন-তরুতে যেন শোভে নব পল্লব। ৪

অধরে দশন-দাগ হেরি করি খেদ গো !
মিছা ভাবি,— "আমা দোঁহে নাহি কোন ভেদ গো"। ৫

দেহের বরণ তব, ম্লান প্রাণে তুলনা।
অনুগতা স্মর-জিতা জনে কেন ছলনা ? ৬

ভ্রমিতেছে বনে বনে অবলায় বধিতে ;
প্রথিত রমণী-বধ পুতনার চরিতে। ৭

খণ্ডিতার এ বিলাপ জয়দেব ভণিল ;
মধু-গীতি, দেবদুর্লভ সুধা ক্ষরিল। ৮

তদেবং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব
প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণদ্যোতিহৃদয়ং ।
মমাদ্য প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥ ১ ॥

অন্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাং ।
দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্ব্বার দুঃখাপদাং
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহতু স বোঽশ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ ২

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে
বিলক্ষলক্ষ্মীপতির্নামাষ্টমঃ সর্গঃ ।

নবমঃ সর্গঃ

তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাং ।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী ॥ ১ ॥

প্রিয়া-পদ-আলতায় বুকখানি রঞ্জিত ;
হৃদয়ের প্রীতি তব যেন প্রতিবিম্বিত।
জানি, ভালবাস নাক ; দুখ নাহি তায় গো।
তুমি যে নিলজ শঠ, তাই লাজ পায় গো। ১

বাঁশরীর রবে সবে প্রীতি-সুখ-মগনা,
মন্ত্র-মোহিতা হয় কুরঙ্গ-নয়না ;
ঘুরে যায় মাথা ; চাহে পুলকের ভরে গো ;
কবরী খুলিয়া পড়ে, ফুলদাম ঝরে গো ;
দানব-দলন দেবগণ তাহে স্তম্ভিত।
কংসারির বংশীরবে লোক সুখ অমিত। ২

ইতি খণ্ডিতাবর্ণনে বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ

বা মুগ্ধ মুকুন্দ

স্মরাতুরা চিন্তিতা, প্রীতি-সুখ-বঞ্চিতা
ছিল মানভরে রাধা বিজনে।
কোপিনী মানিনী রাই ! সখী তারে কহে তাই
প্রবোধিয়া নানা মধু-বচনে॥ ১

গীতম্ । ১৮ ।

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে ।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥ ১ ॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ধ্রুবম্ ॥

তালফলাদপি গুরুমতিসরসং ।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসং ॥ ২ ॥

কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরং ।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরং ॥ ৩ ॥

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা ।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ৪ ॥

সজল নলিনীদলশীলিতশয়নে ।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৫ ॥

অষ্টাদশ গীতি

রামকিরী রাগ, যতি তাল।

অভিসারে হরি তব সদনে!
হেন সুখ কিবা সখী, ভবনে? ১
ধুয়া—মাধবে করো না মান, মানিনী!

তাল-ফল হতে গুরুতর এ
সরস তোমার পয়োধর হে;
কেন গো বিফল তায় কর হে। ২

কত কথা কহি, কেন মান না?
হরি কি রুচির, তা কি জান না?
ত্যজ, তাঁরে ত্যেজিবার ভাবনা। ৩

কেন তুমি বিষাদিনী অবলে?
কেন বা কাঁদিয়ে মিছে বিকলে?
হেসে সারা যুবতীরা সকলে! ৪

সজল নলিনী-দল-শয়নে
হেরিয়া হরিকে আজি নয়নে,
সফলতা লভ তব জীবনে। ৫

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদং
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদং ॥ ৬ ॥

হরিরুপযাতু বদতু বহুমধুরং ।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরং ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতং ।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতং ॥ ৮ ॥

স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমসি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি
দ্বেষস্থাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে ।
তদ্যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চাবিষং
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥ ১ ॥

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরাৎ
আনম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরং ।

শোন মোর কথা একবার গো,
দূর কর গুরু খেদ-ভার গো।
রবে না বিরহ-ব্যথা আর গো। ৬

হরিকে আসিতে দাও পারশে ;
শোন মধু-বাণী তাঁর হরষে।
কেন গো আকুল হও বিরসে ? ৭

জয়দেব-বিরচিত ললিত,
শ্রীহরির রসময় চরিত,
করুক রসিক জনে সুখিত। ৮

প্রিয়জনে পরুষতা ! উদাসিনী প্রণতে ;
অনুরাগী জনে তব বিমুখতা প্রমদে !
বিপরীত আচরণ কর বলে' দ্বন্দ্বে,
চন্দন বিষ তব, রবি-তাপ চন্দ্রে ;
প্রেমেতে যাতনা তব, উত্তাপ তুষারে ;
নিজ দোষে রাধা তব আজি হেন দশা রে। ৯

হরি-পদে নত-শিরে নমে যবে ইন্দ্র,
মুকুটের মণি তাঁর
শোভা পায় অনিবার,

স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহান্তরিতা বর্ণনে মুগ্ধমুকুন্দো
নাম নবমঃ সর্গঃ।

দশমঃ সর্গঃ

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥

গীতম্। ১৯।

দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালাভ্যাং গীয়তে।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী

অলি যথা শোভে লভি নব অরবিন্দ।
মন্দাকিনীর মকরন্দেতে লিপ্ত,
গোবিন্দের পদ আমি বন্দি গো নিত্য। ২

ইতি কলহান্তরিতা বর্ণনে মুগ্ধ মুকুন্দ নামক নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ

বা মুগ্ধ মাধব

তারপরে যবে রোষ কিছু উপশমিত
(যদিও বদন ম্লান, নিশ্বাসে মথিত,)
তুষিতে রাধাকে হরি আসিলেন সাঝে গো।
সখী-মুখপানে রাধা চাহিলেন লাজে গো।
সানন্দে গদ্‌গদস্বরে, হরি অতি প্রেমভরে,
রাধা-পদে সবিনয়ে কত ক্ষমা যাচে গো। ১

ঊনবিংশ গীতি।

দেশবরাড়ী রাগ, অষ্টতাল।

যদি গো কথা কহ শ্রীরাধে! *
দশনে ঝলি' কৌমুদী,

---

* প্রতি শ্লোকের প্রথম লাইনকে এক লাইন ভাবিতে হইবে। পড়িবার সুবিধার জন্য ভাগ করিয়া দূরে দূরে বসাইয়াছি। অন্য ভাঙ্গা লাইনে মিল আছে।

হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচনচকোরং ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং ॥ ১ ॥ ধ্রুবম্ ॥

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং ॥ ২ ॥

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং ॥ ৩ ॥

হরিবে মোর তিমির ঘোর, ললনে!
চকোর সম লুব্ধ মম
নয়ন দু'টি নিরবধি,
অধর-সীধু যাচিছে বিধুবদনে! ১

ধুয়া— ওগো ও প্রিয়ে, সুচারুশীলে!
তাজ এ বৃথা মান।
মদনানলে মানস জ্বলে,
দেহ গো মুখ কমল-দলে
করিতে মধুপান!
সত্য যদি ওগো সুদতি,
কোপিনী তুমি এ জনে,
এখনি খর নয়ন-শর হান গো!
ভুজের বাঁধে, বাঁধ গো রাধে,
আঘাত কর দশনে;
ঘুচিবে দুখ, লভিবে সুখ প্রাণ গো। ২
অঙ্গে মম ভূষণ তুমি,
জীবন তুমি আমার-ই,
ভব-জলধি মাঝারে নিধি রত্ন;
রাধে গো! নিতি লভিতে প্রীতি
ভুবন মাঝে তোমার-ই,
সতত করি হৃদয় ভরি যত্ন। ৮

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপং।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং ॥ ৪ ॥

স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশং ॥ ৫ ॥

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং ॥ ৬ ॥

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।

নীল-নলিনী তুল্য তব
নয়ন-যুগ, লোহিত গো!
রক্ত-দল পদ্ম হ'ল ললনা।
যদিগো ওহে, সে সরোরুহে
কুঞ্জে কর মোহিত গো,
সফল হবে কমলে তবে তুলনা। ৪

দোলাও কুচ-কুম্ভে আজি
মণি-খচিত মঞ্জরী
রচি' তব বক্ষে নব সুষমা;
মেখলা গাছি জঘনে বাজি'
উঠুক ঘন গুঞ্জরি,
মদনাদেশ করি বিশেষ ঘোষণা। ৫

স্থল-কমল বিজয়ী তব
চরণে, ওগো ললনে,
আদেশ কর বুকের পরে রাখিব;
জাগাতে রতি- রঙ্গে মতি,
আমি গো অতি যতনে—
আপনা হাতে আলতা তাতে মাখিব। ৬

স্মর-গরল খণ্ডিয়া—
এ শির মম মণ্ডিয়া
প্রাসর রাধে, উদার পদ-পল্লবে।

জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং ॥ ৭ ॥

ইতি চটুলচাটুপটুচারুমুরবৈরিণো
রাধিকামধিবচনজাতং।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবি-
ভারতীভণিতমতিশাতং ॥ ৮ ॥

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন-
স্তনজঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোহপি মমান্তরং
প্রণয়িনি পরীরম্ভারম্ভে বিধেহি বিধেয়তাং ॥ ১ ॥

মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দ্দয়দন্তদংশং-
দোর্বল্লিবন্ধনিবিড়স্তনপীড়নানি।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চয় ন পঞ্চবাণ-
চাণ্ডালকাণ্ডদলনাদসবঃ প্রয়ান্তি ॥ ২ ॥

মদনে যেন অনল জ্বালা,
এখন তাহে নিভাও বালা ;
করগো আজি শীতল তব বল্লভে। ৭ *

চটুল-চাটু বচনে পটু
মুরারি,— করি আরতি,
মধুরে ভাষি' তুষিল আসি রাধিকায়।
পদ্মাবতী- পতি সুমতি
জয়দেবের ভারতী,
নিখিল ভব দীপিবে নব প্রতিভায়। ৮

শঙ্কা কেন গো মিছে কর প্রেম-ভঙ্গে ?
তুমি ছাড়া প্রাণ-মাঝে, একেলা মদন আছে ;
করি না বসতি আমি আর কারো সঙ্গে।
দাও অনুমতি, বাঁধি তব-তনু অঙ্গে। ১

নির্দ্দয় হয়ে মোরে দংশ গো দন্তে ;
বুকে কর নিপীড়ন, বাঁধ ভুজবন্ধে।
শাসন করিয়া মোরে সুখী হও হরষে।
চণ্ডাল কাম যে গো খরশর বরষে। ২

* সপ্তম শ্লোকটি আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন ছন্দে রচিত মনে হইতে পারে ; কিন্তু ক্রন্দন সুরটি ঠিক বজায় আছে।

শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুরভ্রূ-
র্যুবজনমোহকরালকালসর্পী।
তদুদিতভয়ভঞ্জনায় যূনাং
ত্বদধরসীধুসুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥ ৩ ॥

ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।
সুমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাং
স্বয়মতিশয়স্নিগ্ধো মুগ্ধে প্রিয়োঽয়মুপস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডশ্চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনং।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূনপদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ৫ ॥

দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং
গতির্জনমনোরমা বিজিতরম্ভমূরুদ্বয়ং।

নাগিনীর মত ওই ভ্রূভঙ্গি হেরিয়া,
ওগো ও কোপিনী ! আমি উঠিতেছি ডরিয়া ;
মন্ত্র-ঔষধি তব অধরের সীধু রে !
প্রদানি তা আশ্বাস দেহ ভয়-বিধুরে । ৩

ব্যথা লাগে ; কথা কও সুমধুর পঞ্চমে ।
অভিমান ভুলে যাও ; মোর মুখপানে চাও ;
এসেছি কাতর চিতে অভিমান-ভঞ্জনে । ৪

অনঙ্গ ভুবনজয়ী, তব মুখ-সেবনে ;
মদন-আয়ুধ যত তব মুখে নয়নে ।
কপোলে মধুক ফুল, বন্ধূক অধরে,
কুন্দের কলি দাঁতে নাসে তিল ফুল ভাতে,
নয়ন শোভিছে নীল নলিনীর মত রে । ৫ *
ইন্দু-সন্দীপনী বদনের শোভা ;
মদালসা তুমি নয়নে ।
রম্ভার মত উরু মনোলোভা ;
মনোরমা তুমি গমনে ।

* সর্গভঙ্গের পঞ্চম শ্লোকে যে সকল ফুলের নাম আছে, ঐ গুলি পঞ্চশরের পুষ্প নহে। জয়দেব যেমন কবি ছিলেন, তেমনি পণ্ডিত ও আলঙ্কারিক ছিলেন। তিনি কদাচ এ ভুল করেন নাই। পঞ্চশর, যথা :—অরবিন্দ, মশোকঞ্চ, চুতঞ্চ, নবমল্লিকা ; রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ। সর্গভঙ্গের শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা প্রথমেই বলিয়াছি।

রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা-

বহো বিবুধযৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥ ৬ ॥

প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধং রণে

রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুম্ভেন সম্ভেদবান্ ।

যত্র স্বিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ

কংসস্যালমভূজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে মানিনীবর্ণনে মুগ্ধমাধবো

নাম দশমঃ সর্গঃ । ১০ ।

রতি-কলাবতী ! ভ্রূযুগলে নব
সুচারু চিত্র লেখা গো !
মরত-বাসিনী ! অঙ্গেতে তব
সুরনারী যায় দেখা। ৬ *

কুবলয়াপীড়ে† রণে বধিতে পড়িল মনে
রাধা-কুচ-কুম্ভ ; তাই বিলম্ব হরির
হইল নিধনে তার ; অঙ্গে বহে স্বেদ-ধার,
নিমীলিত হল আঁখি পরে সে করীর।
সংহার করিলে পরে, কংস-পক্ষ দুঃখ-ভরে
করেছিল কোলাহল ; আনন্দিত হরি।
সেই সদানন্দ-চিত্ত, ভক্তজন-প্রাণ নিত্য
দিবেন করুণা করি ভক্তি-প্রীতি ভরি। ৭

ইতি মানিনী-বর্ণনে মুগ্ধমাধব নামক দশম সর্গ সমাপ্ত।

* ইন্দুসন্দীপনী, মরালসা, রম্ভা, মনোরমা, কলাবতী ও চিত্রলেখা, সুর-যুবতীদের নাম।

† কুবলয়াপীড়—হাতীর নাম।

একাদশঃ সর্গঃ

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং

গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাং ।

রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে

স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১ ॥

গীতম্ । ২০ ।

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।

বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতং ।

সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমনুযাতং ।

মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ১ ॥ ধ্রুবম্ ॥

ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমন্থরচরণবিহারং ।

মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালবিকারং ॥ ২ ॥

একাদশ সর্গ

বা সানন্দ গোবিন্দ

তুষি নানা অনুনয়ে রাধিকারে সাধিয়া,
নিকুঞ্জ-শয়নে হরি চলিলেন সাজিয়া।
রচিয়া রুচির ভূষা সাজে রাধা আঁধারে
অনুভবি মনোভাবে। কহে সখী তাঁহারে ॥ ১

বিংশ গীতি

বসন্ত রাগ যতি তাল।

বিরচিয়ে চাটুবাণী, তুষি কত যতনে,
করি প্রণিপাত তব চরণে,
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জে
অপেখিছে তোরে কেলি-শয়নে। ১

ধুয়া— ওগো রাধে মুগ্ধে!
অনুসর অনুগত মধুমথনে।
হে ঘন-জঘন-স্তন-ভার-নতা ললনে!
চল তুমি মন্থর গতিতে;
মঞ্জীর-মণি-কর-মুখরিত চরণে,
পরাজি মরালে কলধ্বনিতে। ২

শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজনমোহনমধুরিপুরাবং ।
কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবং ॥ ৩ ॥

অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বং ।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতিমুঞ্চ বিলম্বং ॥ ৪ ॥

স্ফুরিতমনঙ্গতরঙ্গবশাদিব সূচিতহরিপরিরম্ভং ।
পৃচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুং কুচকুম্ভং ॥ ৫ ॥

অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জং ।
চণ্ডি রণিতরসনারবডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জং ॥ ৬ ॥

স্মরশরসুভগনখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং ।
চলবলয়ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলং ॥ ৭ ॥

তরুণী-মোহন-বাণী শুনিবে গো শ্রবণে,
মধুরিপু যবে কথা কহিবে ;
মদনের দূত পিক, গাবে বন-ভবনে ;
তাহে অতি বিমোহিতা হইবে। ৩

অনিলে দুলায়ে লতা,—কিশলয় হেলায়ে,
কর তুলি' ঠারে তোরে হেরি গো।
চল তবে সুন্দরী, বহে যায় বেলা যে !
কেন আর কর মিছে দেরি গো ! ৪

জল-ধারা সম হার তব কুচ-কুম্ভে
কম্পিত মদন তরঙ্গে ;
সূচিত তোমার আশা,—হরি-পরিরম্ভে ;
অনুসর, যে নিদেশ অঙ্গে। ৫

বুঝেছি ত মোরা সবে করেছ যে রচনা,
দেহে তব রতি-রণ-সজ্জা ;
বাজাও সমরে তবে রিনি-ঝিনি রসনা ;
কেন আর কর বল লজ্জা ? ৬

স্মরের শরের মত অঙ্গুলিগুলি এ
মোর করে বাঁধি একবার গো,
চল ধীরে লীলা-ভরে ; সঙ্গীত তুলিয়ে
বলয় ঘোষিবে অভিসার গো। ৭

শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামং।
হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামং ॥ ৮ ॥

সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতি
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃ পুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিচ্ছগুচ্ছাবলীং
মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজদাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকং।
ধূর্ত্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষ্বঙ্ নিকুঞ্জে সখি
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারু সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ২ ॥

কণ্ঠের তটে তব কবি জয়দেব-গীতি
রাখ গো, রতন-হার তুল্য।
কিবা ছার আন্ হার, কিংবা রমণী প্রীতি?
তাহে কি গো আছে এত মূল্য? ৮

কহি' প্রীতি-কথা, প্রতি অঙ্গ আলিঙ্গিয়া,
রসিবে হরিকে তুমি, সখীহে!
সেই কথা মনেমনে আঁধারেতে চিন্তিয়া—
শিহরিছে হরি তোরে লখিতে।
ধ্যান-বলে প্রাণমাঝে তব রূপ সঞ্চিয়া,
কম্পিত মূর্চ্ছিত কভু বা।
বহে স্বেদ বারি তাঁর তনুখানি সিঞ্চিয়া;
এমনি অপেখে তোরে বঁধুয়া। ৯

যায় নারী অভিসারে, আঁধার, ঘেরিয়া তারে
আলিঙ্গিয়া প্রতি অঙ্গ দেয় আভরণ;
নীল-সাড়ীখানি তার ঘন কৃষ্ণ তমিস্রার;
অন্ধকার ই যেন তার আঁখির অঞ্জন;
তমালের পত্র সম, কর্ণ-ভূষা হ'ল তমঃ,
নীলোৎপল-মালা শিরে আঁধার তাহার;
কস্তুরিকা-পত্র কুচে রচে অন্ধকার। ২

কাশ্মীরগৌরবপুষামভিসারিকানাং
আবদ্ধরেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ ।
এতত্তমালদলনীলতমং তমিস্রং
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ ৩ ॥

হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদাম-
মঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্যুতিদীপিতস্য ।
দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য
ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ৪ ॥

গীতম্ । ২১ ।

দেশবরাড়ীরাগ রূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস রতিরভসহসিতবদনে ॥ ১ ॥

নবভবদশোকদলশয়নসারে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস কুচকলসতরলহারে ॥ ২ ॥

অভিসারে যায় নারী ; তমালের পত্রে তারি
কুঙ্কুমের মত রাঙ্গা লাবণ্য দীপিলা ;
হেমের নিকষ সম আঁধার ভাতিলা। ৩

রাধিকার হারাবলী, কাঞ্চন মেখলা
মঞ্জীর, কঙ্কণ, করে রজনী উজলা।
নিকুঞ্জ নিলয়-দ্বারে হরিকে নিরখি
লজ্জিতা হইল বালা। কহে তারে সখী। ৪

একবিংশ গীতি

দেশবরাড়ী রাগ, রূপকতাল।

মঞ্জুতর কুঞ্জতলে
এ কেলি সদনে,
ওগো ও রাধে! বিলাস-সাধে
হসিত বদনে। ১

ধুয়া—এস গো তুমি মাধব-সমীপে।

কোমল নব অশোক-দল-
রচিত শয়নে,
দোলায়ে হার বুকে তোমারি-
বিলাস-বাসনে। ২

কুসুমচয়রচিতশুচিবাসগেহে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস কুসুমসুকুমারদেহে ॥ ৩ ॥

চল মলয়বনপবনসুরভিশীতে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস রতিবলিতললিত গীতে ॥ ৪ ॥

বিততবহুবল্লিনবপল্লবঘনে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস চিরমলসপীনজঘনে ॥ ৫ ॥

মধুমুদিতমধুপকুলকলিতরাবে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস মদনরভসরসভাবে ॥ ৬ ॥

মধুরতরপিকনিকরনিনাদমুখরে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস দশনরুচিরুচিরশিখরে ॥ ৭ ॥

কুসুমচয় রচিত শুচি
হরির এ গেহ।
কুসুম সম কোমল কম
তোমার এ দেহ। ৩

চল-মলয় পবনে বন
সুরভি, সুশীত ;
গাহি ললিত রতি বলিত
মধুর সুগীত। ৪

বহুল লতা পল্লবেতে
আবৃত ভবনে
কত বিলাসে রস পিয়াসে,
হে পীন-জঘনে! ৫

মধু-মাতাল মধুপকুল-
কলিত ভবনে,
দীপ্ত সরস মদন-রস
চিত্ত-সদনে। ৬

কুঞ্জখানি অতি মুখর,
শিখরী-দশনা!
মধুরতর পিক-নিকর
নিনাদে ললনা! ৭

বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে ।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি
ভণতি জয়দেব কবিরাজরাজে ॥ ৮ ॥

ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশন্তাপিতঃ
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধাসংবাধবিম্বাধরং ।
অস্যাঙ্কং তদলঙ্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রূক্ষেপলক্ষ্মীলব-
ক্রীতে দাস ইবোপসেবিতপদাম্ভোজে কুতঃ সম্ভ্রমঃ ॥ ১ ॥

সা সসাধ্বসসানন্দং গোবিন্দে লোললোচনা ।
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং প্রবেবিশে নিবেশনং ॥ ২ ॥

গীতম্ । ২২ ।

বরাড়ীরাগ রূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।

রাধাবদনবিলোকনবিকসিতবিবিধবিকারবিভঙ্গং
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গং ॥ ১ ॥

পদ্মাবতী-পতি রচিল
এ গীতি তোমারি ;
রাখগো তায় কুশলে পায়,
ওগো ও মুরারি ! ৮

তোমারি ধেয়ান করি হরি পরিশ্রান্ত ;
তপ্ত মদন-তাপে তব প্রিয় কান্ত।
তেয়াগি সরম রামা, বসি' প্রিয়-অঙ্কে,
তৃপ্ত করহ চুম্বন পরিরম্ভে ;
চাহ যদি কৃপা করি নয়ন-উপান্তে
দাস সম রবে হরি ও চরণ-প্রান্তে। ১

গোবিন্দে হেরি রাধা লোল-নয়নে
সম্ভ্রম-যুত হরষে,
শিঞ্জি নূপুর ঘন বর-চরণে
যায় ধীরে হরি-পারশে। ২

দ্বাবিংশ গীতি

বরাড়ীরাগ, রূপকতাল।

রাধার বদন হেরি হরি-মুখে বিকসিত
মন্মথ-বিকার-বিভঙ্গ।
জল-নিধি যেন, বিধু-মণ্ডল দরশনে
তুলিল গো তুঙ্গ তরঙ্গ। ১

হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসং।
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গবিকাশং ॥ ১ ॥ ধ্রুবম্ ॥

হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরং।
স্ফুটতরফেন কদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজলপূরং ॥ ২ ॥

শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলং।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলং ॥ ৩ ॥

তরলদৃগঞ্চলচলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগং।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগং ॥ ৪ ॥

বদনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভং।
স্মিতরুচিকুসুমসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভং ॥ ৫ ॥

ধুয়া—মজি হরি রাধা-রসে
অভিলষে বিজনে বিলাস।
হেনকালে রাধা তাঁয় হেরিল হরষ-ভরে,
বদনে মদন পরকাশ!

দীর্ঘ মুকুতা-হার বক্ষে বিলম্বিয়া,
বিভূষিল রাধা, হরি-অঙ্গ।
যমুনার জলে যেন ভাসিয়া দুলিল গো,
ফেনিল সে লহরী-কদম্ব। ২

শ্যামল-কোমল তাঁর কলেবর মণ্ডলে
পরিহিত বাস অতি শুভ্র।
নীল নলিনীটি যেন পীত পরাগেতে ভরা;
চারু শোভা এমনি অপূর্ব্ব। ৩

তরল চাহনি চোখে সঞ্চরে চঞ্চল;
অন্তরে রতি-রাগ রাজিছে;
ফুল্ল কমল 'পরে যেন দুটি খঞ্জন,
শরদে তড়াগ-মাঝে নাচিছে। ৪

বদন-কমল-'পরে রবিসম কুণ্ডল
দুলিছে মিলন যেন লভিতে।
কুসুম-কোমল হাসি উলসিত অধরে,
রতি-লোভে ভরে চিত চকিতে॥ ৫

শশিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসকুসুমকেশং।
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলনির্ম্মলমলয়জতিলকনিবেশং ॥ ৬ ॥

বিপুলপুলকভরদন্তুরিতং রতিকেলিকলাভিরধীরং।
মণিগণকিরণসমূহসমুজ্জ্বলভূষণসুভগশরীরং ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্বিগুণীকৃতভূষণভারং।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারং ॥ ৮ ॥

অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন-
প্রয়াসেনেবাক্ষ্ণোস্তরলতরতারং পতিতয়োঃ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তমসমালোকসময়ে
পপাত স্বেদাম্বু প্রসব ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ ॥ ১ ॥

ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপটকণ্ডূতিপিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে।

শশী-কর-বিম্বিত জলধর-শোভা সম
কুসুমে গ্রথিত কেশ, সখি গো!
তিমির-মাঝারে বিধুমণ্ডল নির্ম্মল,
চন্দন-তিলকটি সখী গো। ৬

বিপুল পুলক-ভরে অঙ্গ রোমাঞ্চিত;
যাচে যেন প্রীতি-লীলা অধীরে!
মণি-মুকুতায় গড়া উজ্জ্বল বিভূষণ
দীপ্তি লভিল হরি-শরীরে। ৭

জয়দেব-বর্ণিত হরির ভূষণ-ছটা
দ্বিগুণিত উজ্জ্বল হবে গো।
পুণ্য-ফলের আশে, প্রাণ ভরি শ্রীহরির
চরণে প্রণাম করি সবে গো। ৮

লজ্জিয়া অপাঙ্গ রাধার নয়ন দুটি
প্রিয় দরশন-সুখ-পিয়াসে উঠিল ফুটি।
হইল নয়ন-তারা চঞ্চলতর তায়,
হরষেতে স্বেদ সম আঁখি-ধারা বয়ে যায়। ১

কণ্ডূয়ন ছল করি, হাসি চেপে সখীরা
গেল চলি গৃহ হ'তে; রাধা প্রেম-অধীরা,

প্রিয়াস্তং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাহৃতসুভগং
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদিব দূরং মৃগদৃশঃ ॥ ২ ॥

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপরণমুদা মুদ্রিতইব।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে অভিসারিকা-বর্ণনে সানন্দগোবিন্দো নাম একাদশঃ সর্গঃ।

বসি প্রিয়তম পাশে হানে বাণ নয়নে।
লাজ গেল লাজে দূরে অতি দ্রুত গমনে। ২

কুবলয়াপীড়ে বধি, হরি, করী-রক্তে
রঞ্জিলা করতল সানন্দ বক্তে।
মন্দারে সেই ভুজ পূজে জয়লক্ষ্মী।
সিঁদুরে মাখানো হাত, ত্রিভুবনরক্ষী।
মুর-জয়ী শ্রীহরির সে ভুজ প্রমুক্ত,
হোক্ জগতের মাঝে সদা জয়যুক্ত। ৩

ইতি অভিসারিকা বর্ণনে সানন্দগোবিন্দ নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর-

স্মরশরবশাকূতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাং।

সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লব

প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াং ॥ ১ ॥

গীতম্। ২৩।

বিভাসরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশং

তব পদপল্লববৈরিপরাভবমিদমনুভবতু সুবেশং। ১।

ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে ॥ ধ্রুবম্ ॥

করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরং

ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরং ॥ ২ ॥

দ্বাদশ সর্গ

বা সুপ্রীতপীতাম্বর

চলে গেল সখীগণ, রাধা আধ সরমে
পল্লব-শেয পানে চাহে ; প্রীতি মরমে।
মানস-লালসা তাহে ফুটে যেন উঠিল ;
হেরি হরি, স্মিতমুখে প্রেয়সীকে কহিল। ১

ত্রয়োবিংশ গীতি

বিভাস একতালা।

কিশলয় শেয-পরে চরণ-নলিনীখানি—
ওগো রাধে, কেন আনি পাত না ?
হেরি পদ-পল্লব এ যে শেষ পরাভব
মানিয়ে লভিবে জানি যাতনা। ১

ধুয়া— ক্ষণতরে গো
অনুগত নারায়ণে কর ভজনা ;
রাধিকে !
এ কর-কমলে তব চরণ-চারণ করে'
বিদূরিত করি পথশ্রান্তি।
কর মোরে ক্ষণতরে চরণ-নূপুর রে !
শয়নে লভিব কত শান্তি। ২

বদনসুধানিধিগলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলং ।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলং ॥ ৩ ॥

প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপং ।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপং ॥ ৪ ॥

অধর সুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসং ।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসং ॥ ৫ ॥

শশিমুখি মুখরয়মণিরসনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদং ।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদং ॥ ৬ ॥

মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদং ।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নন্তব বিরম বিসৃজ রতিখেদং ॥ ৭ ॥

ও বদনে সুধানিধি-গলিত অমৃত সম
ঝরুক বচন, প্রীতি ছড়ায়ে।
বিরহের মত বাধা দিতেছে গো যে বসন,
দিব তাহা কুচ হতে সরায়ে। ৩

দুর্লভ পয়োধর, উন্নত পুলকে
লভিতে আলিঙ্গন, হে ধনী!
এস, কুচ-ভারে মম বুক পিষে, পলকে
নাশ মনসিজ-তাপ এখনি। ৪

অধর-সুধার ধার দেহ দাসে, ভামিনী!
মৃত দেহে নব প্রাণ লভিব।
তোমাতে মগন মম প্রাণ মন, কামিনী!
এ তাপ-দহন কত সহিব? ৫

শশীমুখী! মুখরিত কর মণি-রসনা;
তোমার চরণ-অনুকারী সে;
শ্রবণ বিকল শুনি পিক-কৃত ললনা!
অবসাদ হবে দূর তারি হে। ৬

আকুল করিলে মোরে বিফলে যে রুষিয়া;
লাজে আঁখি তাই আধ মিলিত।
আর কেন রাখ বাধা? মোরে ভালবাসিয়া
কর চিত প্রীতি-সুখ-নিচিত। ৭

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদং ।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদং ॥ ৮ ॥

প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ
ক্রীড়াকূতবিলোকিতেঽধরসুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূৎ
উদ্ভূতঃ স তয়োর্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ ॥ ১ ॥

দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পাণিজৈঃ
আবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ ।
হস্তেনানমিতঃ কচেঽধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামা গতিঃ ॥ ২ ॥

হরির হরষভরা গাথা কবি রচিল ;
রসিকের চিত অতি প্রীতি-রসে ভরিল। ৮

গাঢ় আলিঙ্গনে প্রীত তনু হ'ল রোমাঞ্চিত,
উপজিল বাধা তায় বুকে বুকে বাঁধিতে ,
কেলি-কালে একি বাধা ! মুদে আসে আঁখি-পাতা
প্রিয়া-মুখ-দরশন সুখটুকু ছাদিতে।
অধরের সুধা-পানে নর্ম-কথা বাধা আনে ;
সুখ-কেলি শেষ পায় আনন্দের জনমে।
বাধাগুলি সুখ আনে সুরতের অবসানে ;
বাধা বিনা কোথা সুখ উপজে বা মরমে ? ১

শ্রীরাধা, বাহুর ডোরে হরিকে বাঁধিয়া জোরে
পয়োধর-ভাবে তাঁর পীড়িলেন বক্ষ ;
করযুগে কেশ টানি' দশনে অধর হানি'
রমে রাধা, সুধাপান করি প্রাণে লক্ষ্য।
কৃষ্ণ অঙ্গ বিমোহিয়ে— সুপীন জঘন দিয়ে
আঘাতিলা ঘন ঘন করি রতি-দ্বন্দ্ব।
কামের কি বামা গতি ! আঘাতেই সুখ অতি !
লভিলেন হরি তাহে পরম আনন্দ। ২

মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎসম্ভ্রমাৎ,
নিষ্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলিতা দোর্বল্লিরুৎকম্পিতং
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ৩ ॥

মীলৎদৃষ্টি মিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশাৎ
অব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরং,
শ্বাসোন্নদ্ধপয়োধরোপরি পরিষঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো-
হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্যো ধয়ত্যাননং ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ
নির্ধৌতোঽধরশোণিমা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজো মূর্দ্ধজাঃ।
কাঞ্চীদাম দরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈর্দৃশোঃ
এভিঃ কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎপত্যুর্মনঃ কীলিতং ॥ ৫ ॥

হরিকে করিতে জয় আজি রতি-যুদ্ধে
উঠিলেন রাধা তাঁর বক্ষের উর্দ্ধে।
ঘন তাড়নায় পরে শ্রোণী হ'ল শ্রান্ত ;
কাঁপে বুক, বাহু-যুগ শিথিল ও ক্লান্ত।
মুদে এল আঁখি ! রণ করে বালা তবুও।
পুরুষের কাজে নারী পটু নহে কভুও। ৩

আঁখি-পাতা পড়ে ভেঙ্গে, কপোল উঠিল রেঙ্গে,
শীৎকার-কাকলিতে হেলে-পড়া অধরে
দন্তের কৌমুদী বিকশিল কত রে !
শ্বাসে কাঁপে পয়োধর হরির বুকের পর,
শিহরি শিহরি সুখে পড়ে রাধা এলায়ে ;
চুম্বিলা হরি তায় সুখে মুখ হেলায়ে। ৪

নখ-রেখাঙ্কিত কুচ পাটল বরণ ;
নিদ্রাবেশে কষায়িত হইল নয়ন ;
নির্দ্ধৌত অধর-রাগ, লুণ্ঠিত কুন্তল ;
স্রস্ত মাল্য, কাঞ্চীদাম হ'ল শ্লথাঞ্চল।
প্রভাতে হেরিবামাত্র এই পঞ্চশর ;
বিঁধিল সে বাণ আসি হরির অন্তর। ৫

ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ
ক্লিষ্টাদষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ।
কাঞ্চী কাঞ্চিদ্ গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ৬ ॥
ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্তখিন্নাঙ্গী।
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দং ॥

গীতম্ । ২৪

রামকিরীরাগ যতিতালাভ্যাং গীয়তে।

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে ॥ ১ ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ধ্রুবম্ ॥

অলিকুলগঞ্জনমঞ্জনকং রতিনায়কশায়কমোচনে।
ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে ॥ ২ ॥

"শিথিল অলকাবলী, এলান কুন্তল
স্বেদ-বিন্দু ঝলিছে কপোলে ;
চুম্বনে অধরখানি খিন্ন অনুজ্জ্বল ;
স্রস্ত কাঞ্চী নিতম্বের কোলে ;
মর্দ্দিত কুচের রুচি ম্লান করে হার ;
স্তন ও জঘন ঢাকি করে
চাহে সুরনিতা বালা লাজে বার বার ।"
এই চিন্তা কৃষ্ণের অন্তরে । ৬
এই চিন্তা হরি প্রাণে, রাধা ছিল ক্লান্তা ;
মাধবে তখন কহে আদরেতে কান্তা ।

চতুর্বিংশ গীতি

রামকিরী রাগ ; যতি তাল ।

ওগো যদুনন্দন ! সুশীতল চন্দন-
সম কর রাখ মম কুচ-যুগ পরশি' ;
মৃগমদে চিহ্নিত কর, কুচ উন্নীত ;
পল্লব-যুত হবে মঙ্গল কলসী । ১

ধুয়া—লভি বনে অনঙ্গ- প্রীতি বিবিধা,
কহে যদুনন্দনে রাধিকা

অলিকুল-গঞ্জন নয়নের অঞ্জন,
চুম্বনে গেছে মুছে ; আর বার
রতি-পতি-শর সম করি অতি মনোরম,
উজ্জ্বল কাজলে ভূষা কর তার । ২

নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে ॥ ৩ ॥

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজনকমলকং মুখে ॥ ৪ ॥

মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ৫ ॥

মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে।
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে ॥ ৬ ॥

সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেববচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃতকৃতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে ॥ ৮ ॥

কুরঙ্গের মত আঁখি দিঠির তরঙ্গে মাখি
কাম-পাশ রচ শ্রুতি-মূলে গো ;
মনে এই সাধ করি, আজ তুমি ওহে হরি !
সাজাইয়ে দাও তারে দুলে গো। ৩

কমল-বিমল মম বদনেতে, অলিসম
আলুথালু কেশ-ভার ভাসিছে।
সরায়ে সে কেশ হরি, বেঁধে দাও সুকবরী,
নহিলে যে সখীগণ হাসিছে। ৪

ললাট হইতে মুছি শ্রমজল, আঁক শুচি
ললিতা তিলক অতি যতনে ;
কনক-চাঁদেতে যেন শোভিছে তিলক হেন,
ফুটিবে অমল শোভা বদনে। ৫

চুলগুলি গেছে খুলে ; বাঁধিয়া সাজাও ফুলে ;
শিখী-পাখা সম কেশ, জান ত ?
মন্মথ-ধ্বজ'পরি চামরটি অনুকরি'
রুচির চিকুর বাঁধ, মানদ ! ৬

এ মম সরস, ঘন জঘনেতে আভরণ
দাও মণি-মেখলে ও বসনে
কাম-করী-কন্দর সম সে যে সুন্দর।
জয়দেব ভণে পাপ-নাশনে। ৭-৮।

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োঃ
ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরং।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরৌ
ইতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ ॥ ১ ॥

পর্য্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে
সংক্রান্তপ্রতিবিম্বসঙ্কলনয়া বিভ্রদ্বিভুপ্রক্রিয়াং।
পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতামক্ষ্ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২ ॥

ত্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ংবরপরাং ক্ষীরোদতীরোদরে
শঙ্কে সুন্দরি কালকূটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানীপতিঃ।
ইত্থং পূর্ব্বকথাভিরন্যমনসো নিক্ষিপ্য বক্ষোঽঞ্চলং
পদ্মায়াস্তনকোরকোপরিনিমিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৩ ॥

যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতং।
তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ৪ ॥

রাধার বচনে প্রীত হইল হরির চিত ;
রচিলেন প্রসাধন যতনে।
কুচ ও কপোল-তলে আঁকি পাতা ফুল দলে,
কাঞ্চী দিলেন ঘন জঘনে।
বলয় পরায়ে হাতে দিলেন নূপুর পাদে ;
ফুল মালা কবরীর বাঁধনে। ১

অনন্ত নাগের-ফণা-বিরচিত পর্য্যঙ্কের পর,
হরির শরীর-দ্যুতি ফণা-মণি-আলোক ভাস্বর ;
শত শত চক্ষে যেন লক্ষ্মীরূপ দেখিবার তরে
অনন্ত-শয়নে বিভু। রক্ষা তুমি কর প্রভু নরে। ২

"ক্ষীরোদ-সাগর-তীরে, হে সুন্দরী, তুমি স্বয়ংবরে
মোরে দিলে বরমাল্য ; হর তাই ব্যথিত অন্তরে
করিলেন বিষপান।" শুনি তাহা লক্ষ্মী হরি মুখে,
স্মরি পূর্ব্ব কথা যত, আনমনা হইলেন সুখে !
অবসর পেয়ে হরি সরাইয়া বক্ষের অঞ্চল,
হেরিলেন কুচ-পদ্ম। তিনি সবে করুন মঙ্গল। ৩

শিখিতে পণ্ডিতগণ নৃত্য-গীত-কলা,
কাব্যশিল্প, আদিরস, ভকতি অচলা,
হরিভক্ত সুধী জয়দেব-বিরচিত
এ গীতগোবিন্দ কাব্য পড়িবে নিশ্চিত। ৪

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যান্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি ॥ ৫ ॥

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য রামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে সুপ্রীতপীতাম্বরো
নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

সমাপ্তমিদং কাব্যং

শৃঙ্গার-রসযুত এ কবিতা-গুচ্ছ
থাকিতে জগৎ মাঝে
সীধুতে কি মধু আছে ?
শর্করা কঙ্কর ; দ্রাক্ষা ত তুচ্ছ !
নীর সম ক্ষীর যত,
অমৃত হইল হত ;
কাঁদ তুমি সহকারে হাহা রবে কলিয়া !
হে বকুল, রসাতলে যাও তুমি চলিয়া। ৫

ভোজদেব-সুত আমি, রামা দেবী মা আমার ;
জয়দেব নাম মোর, কবি এই কবিতার।
পরাশর আমি মম বন্ধুর কণ্ঠে;
শ্রীগীতগোবিন্দ হয় গীত মধু-ছন্দে। ৬

ইতি সুপ্রীতপীতাম্বর নামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ সমাপ্ত